ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে টালমাটাল সার্বিয়া, চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট

সারে-জমিন

লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেনে কাজ করার সময় মৃত্যু তিন শ্রমিকের

রূপসী বাংলা

পশ্চিমা মদদে আরেকটি বড় যুদ্ধ আসন্ন

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

স্টাডি পয়েন্ট

অভিষেক শর্মার রেকর্ডে পিষ্ট ইংল্যান্ডের রেকর্ড হার

খেলতে খেলতে


# আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২০ মাঘ ১৪৩১
৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 33 ■ Daily APONZONE ■ 3 February 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


**প্রথম নজর**

## হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরুদ্দিনের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

**আপনজন:** হৃদরাগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করলেন নদিয়ার কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ। যিনি লাল নামে সমধিক পরিচিত। (ইন্না লিল্লাহি...)। শনিবার রাতে নিজের বাড়িতেই শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ার পর অসুস্থতা বোধ করায় তাকে পলাশির মীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।।সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে নাসিরুদ্দিনের বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তার মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের প্রবীণ বিধায়কের মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে একজন প্রবীণ জনকর্মী এবং "বিশ্বস্ত সম্পদ" হিসাবে বর্ণনা করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন, নদিয়ার কালীগঞ্জের বিধায়ক আমার সহকর্মী নাসিরুদ্দিন আহমেদের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি শোকাহত। একজন প্রবীণ জনসেবক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের বিশ্বস্ত সম্পদ। তিনি একজন আইনজীবী এবং খুব ভাল সমাজকর্মী ছিলেন এবং আমি সত্যিই তাকে মূল্য দিতাম। তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও

অনুগামীদের প্রতি আমার সমবেদনা রিইর।' রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও শ্রদ্ধা জানান। তিনি এক্স-এ একটি পোস্টে লেখেন, কালীগঞ্জের বিধায়ক জনাব নাসিরুদ্দিন আহমেদ (লাল)-এর অকাল মৃত্যুর খবর শুনে খুব খারাপ লাগছে। আমি তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক।প্রাক্তন আইনজীবী ২০১১ সালে প্রথমবার কালীগঞ্জ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর সরকারকে ৭৪,০৯১ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে বিধায়ক হন। ২০১৬ সালে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে কালীগঞ্জ থেকে প্রার্থী হলেও তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হাসানুজ্জামান সেখের কাছে মাত্র ১২২৭ ভোটে পরাজিত হন। ২০২২ সালে তৃণমূলের কংগ্রেসের হয়ে ভোটে দাঁড়ালে ওই কেন্দ্র থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থ ১,১১, ৬৯৬ ভোটে পরাজিত করেন।। তিনি একসময় পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সদস্য ছিলেন।

### নিয়ম না মানায় হজ কমিটির কড়া চিঠি বিধাননগর পুলিশকে

# মদীনাতুল হুজ্জাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পুলিশদের 'শিবির'

**আপনজন ডেস্ক:** নিউ টাউনে মূলত রাজ্যের হজযাত্রীদের জন্য আবাসস্থল মদীনাতুল হুজ্জাজ কমপ্লেক্সে চলমান কলকাতা বইমেলায় ডিউটিরত পুলিশ (ইএফআর) কর্মীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে এক শ্রেণির পুলিশ কর্মী ওজু খানায় প্রস্রাব করার। এমনকী, মদ্যপানের পর শৌচাগারে মদের বোতল রাখারও অভিযোগ ওঠে। সেই মদের বোতলের ছবিসহ ওজু খানা অপবিত্রতা করার খবর সামনে আসতেই কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য হজ কমিটি ও রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। তার ফলে, এই অভিযোগ ওঠার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রবিবার রাতেই মদীনাতুল হুজ্জাজ থেকে সকল পুলিশ কর্মীকে সরিয়ে দেওয়া হল। সূত্রের খবর, মদীনাতুল হুজ্জাজের মতো পবিত্র জায়গায় মদের বোতল সহ অপবিত্রতার কথা ছড়িয়ে পড়ায় রাজ্যের সংখ্যালঘু মহল থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নিন্দা করা হয়। সেই অসন্তোষের খবর পৌঁছে যায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এরপর পর রাজ্য প্রশাসনের কাছে নির্দেশ আসে অবিলম্বে মদীনাতুল হুজ্জাজ থেকে পুলিশ কর্মীদের সরিয়ে অন্য কোনও জায়গায় স্থানান্তরিত করার। নবান্ন সূত্রে খবর, সংখ্যালঘু দফতরের সচিব পি বি সালিম বিধাননগর পুলিশ

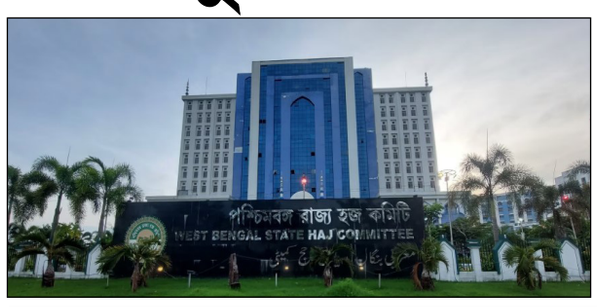

WEST BENGAL STATE HAJ COMMITTEE

*বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে পাঠানো রাজ্য হজ কমিটির চিঠি*

কমিশনার আইপিএস মুকেশের কাছে রিপোর্ট তলব করেন। এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। হজ হাউসের পবিত্রতা নষ্টের অভিযোগ ওঠায় নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ তুলে রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও সংখ্যালঘু দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিধাননগর পুলিশ কমিশনার আইপিএস মুকেশকে চিঠি লেখেন। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে লেখা ওই চিঠিতে বলা হয়, 'আপনারা অবগত আছেন যে, নিউ টাউনের মদিনাতুল হুজ্জাজ কমপ্লেক্সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য মোতায়েন করা কর্মীদের থাকার জন্য অস্থায়ীভাবে পুলিশ প্রশাসনকে দেওয়া হয়। যাইহোক, এটি আমাদের নজরে এসেছে যে প্রাঙ্গণের মধ্যে কিছু ক্রিয়াকলাপ সুরক্ষা এবং পবিত্রতা উভয়ের সাথে আপস করছে। অননুমোদিত রান্না নিষিদ্ধ করার স্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও, মেঝেতে রান্নার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে, যার ফলে আগুনের ঝুঁকি এবং ঘন ঘন এমসিবি ট্রিপ হয়। এই সমস্যাটি এর আগে এসিপি, ডিসিপি (বিমানবন্দর) এবং জেটি সিপিকে জানানো হয়েছিল, তবে মাত্র তিন দিন আগে একই রকম লঙ্ঘন লক্ষ্য করা গেছে। বারবার এসব ঘটনা ভবনের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, ওজু খানাকে প্রস্রাব খানা হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি পুলিশ কর্মীদের দখল করা এলাকায় খালি মদের বোতল পাওয়ার মতো অস্বস্তিকর খবর পাওয়া গেছে। এই ধরনের পদক্ষেপ কেবল রাজ্য হজ হাউসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে না, প্রাঙ্গণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবকেও প্রতিফলিত করে। আর কোনও অসদাচরণ রোধ করতে এবং কমপ্লেক্সের মর্যাদা বজায় রাখতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পুলিশ সদস্যদের আবাসনের জন্য ভবনের ৭-৯ ইঞ্চি তলা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, গতকালও পুলিশ কর্মীরা জোর করে এবং অননুমোদিতভাবে ১০ তলার হল ঘরে ঢুকে পড়ে। চত্বরের বেসরকারি সুরক্ষা কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং ভীত বোধ করছেন। বিষয়গুলো ঠিক করার জন্য এখানে কোনও সিনিয়র পুলিশ অফিসারও নেই।' এই চিঠি পাওয়ার পর জোর তৎপরতা শুরু করেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার আইপিএস মুকেশ। নবান্ন সূত্রে খবর, বিধানগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু দফতরকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পুরো ইএফআর ইউনিটটি রাতে এমইউএইচ থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপথগামী জওয়ানদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে। বিষয়টি আপাতত সমাধান করা হয়েছে। জানা গেছে, রাতের মধ্যে পুলিশ কর্মীদেরে মদীনাতুল হুজ্জাজ থেকে সরিয়ে দমদম বিমানন্দরে কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

## আজ ওয়াকফ বিলের জেপিসি রিপোর্ট পেশ করা হবে লোকসভায়

**আপনজন ডেস্ক:** ওয়াকফ সংশোধনী বিলের জেপিসি রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা হবে আজ সোমবার। সোমবারের লোকসভার কার্যবিবরণী তালিকা অনুযায়ী, জেপিসি চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল এবং প্যানেলের সদস্য সঞ্জয় জয়সওয়াল লোকসভায় রিপোর্ট পেশ করবেন।
গত ৩০ জানুয়ারি জগদম্বিকা পাল এবং প্যানেলের অন্যান্য সদস্য নিশিকান্ত দুবে, তেজস্বী সূর্য, জয়সওয়াল এবং অন্যান্যরা বিড়লার কাছে তাঁর সংসদ ভবনের অফিসে প্যানেলের রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্ট হস্তান্তরের সময় বিরোধী দলের কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।
এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) রিপোর্টের বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত অসম্মতি নোটটি প্যানেল চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল তাঁর অজান্তেই সেন্সর করেছিলেন।
কমিটির সদস্য ওয়াইসি বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হাতে দেওয়া ওই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ২৩১ পাতার একটি নোট জমা দেন।
তিনি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কার্যপ্রণালী বিধির অপব্যবহার করে রিপোর্টে তার ভিন্নমত নোট পরিবর্তন করার অভিযোগ করেছিলেন। ওয়াইসি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ বলেন, আমি

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে যৌথ কমিটির কাছে একটি বিস্তারিত অসম্মতির নোট জমা দিয়েছিলাম। এটা খুবই দুঃখজনক যে আমার অজান্তেই আমার নোটের কিছু অংশ সম্পাদনা করা হয়েছে। মুছে ফেলা বিভাগগুলি বিতর্কিত ছিল না; কেবল সত্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল যে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তা পেয়েছেন, কিন্তু বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা কেন? যেহেতু তিনি আমার প্রতিবেদন পরিবর্তন করার জন্য একটি নিয়মের অপব্যবহার করেছেন, তাই আমি শীঘ্রই জনসাধারণের পড়ার জন্য আমার সম্পূর্ণ ভিন্নমত নোট প্রকাশ করব। কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, অসংসদীয়, অপ্রাসঙ্গিক বা অন্য কোনোভাবে অনুপযুক্ত কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা অভিব্যক্তির কার্যবিবরণী থেকে চেয়ারম্যান পরিবর্তন করতে পারবেন। অন্যদিকে, বিরোধীরা এটিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকারের উপর আক্রমণ এবং ওয়াকফ বোর্ডের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে। ওয়াইসির সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সৈয়দ নাসির হুসেন ও মহম্মদ জাওয়াইদ।

# শুধু ডাক্তার নয়, আল-আমীনের শিক্ষার্থীদের এবার আইএএস-আইপিএস গড়ে তোলা হবে: নুরুল ইসলাম

এম মেহেদী সানি ● সাঁতরাগাছি

**আপনজন:** আল-আমীন মিশনে কেন্দ্রীয়ভাবে মূল ক্যাম্পাসে 'আল-আমীন উৎসব' আয়োজিত হলেও প্রত্যেকটি শাখা আলাদা আলাদা ভাবে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করে। রবিবার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে অবস্থিত আল-আমীন মিশনের অন্যতম শাখা 'আল-আমীন মিশন একাডেমি নয়াবাজ'-এ অনুষ্ঠিত হলো কৃতি সংবর্ধনা এবং প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। এই শাখার সুপারিনটেন্ডেন্ট খন্দকার মহিউল হকের তত্ত্বাবধানে মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে প্রাক্তনী এবং বর্তমানদের মেলবন্ধনে উৎসবের আমেজ ছিল ক্যাম্পাস জুড়ে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর দফায় দফায় মিশনের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠান থেকে নয়াবাজ ক্যাম্পাসের ২০২৪ শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের পাশাপাশি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া সকল শিক্ষার্থীদের সংবর্ধিত করা হয়। স্বপ্নকে জয় করা হবু ডাক্তাররা আনন্দের এক গাল হাসি নিয়ে সংবর্ধিত হচ্ছিলেন বিশিষ্টজনদের দ্বারা। মঞ্চে ছিল চাঁদের হাট। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, আইএএস ইউনিচ রিসিন ইসলাম, আইএএস আজহার জিয়া, ডব্লুবিসিএস অফিসার জাহাঙ্গীর মল্লিক প্রমুখ। বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের পরতে পরতে ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা আর স্বপ্নের ডালি। মঞ্চে বসে নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উত্তরণ আর সাফল্য নিজের চোখে পরখ করছিলেন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল

*এক কৃতীকে সংবর্ধিত করছেন এম নুরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট অতিথিরা*

*কৃতী সংবর্ধনায় নুরুল ইসলাম ও ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ*

*আল আমীনের পুনর্মিলন উৎসবে ছাত্রীদের একাংশ*

*নয়াবাজে পুনর্মিলন উৎসবে বক্তব্য রাখছেন নুরুল ইসলাম*

*আল আমীনের পুনর্মিলন উৎসবে ছাত্রদের একাংশ*

ইসলাম। বার বার নিজে উঠে গিয়ে মাইক্রোফোন ধরছিলেন নুরুল সাহেব। বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন নানান বিষয়। কথা বলছিলেন কখনো দায়িত্ববোধ নিয়ে, কখনো আইএএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখা নিয়ে, কখনো মিশন গড়ার ইতিহাস নিয়ে, আবার কখনো উপস্থিত বিশিষ্টজনসহ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। মঞ্চ জুড়ে নুরুল ইসলামের কর্মচঞ্চলতা বুঝিয়ে দিচ্ছিল আল-আমীন মিশনের বর্তমান-প্রাক্তনী দিয়ে মোট ৭০ হাজার পরিবারের প্রধান তিনি নিজেই। অনুষ্ঠানের প্রথমে বক্তব্য রাখেন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, তিনি অকপটে জানান, 'আল-আমীন মিশন হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর।' শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে কল্যাণ বাবু বলেন, একটি সমাজ ও জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে একটি জাতির উন্নয়নের জন্য আল-আমীন মিশন নিরলস ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিধায়ক। জাতি সেবায় আল -আমীন মিশন এর ভূমিকা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মিশনের উত্তরনের জন্য শুভকামনা করেন কল্যাণ ঘোষ। আল-আমীন মিশনের উদ্যোগ, শিক্ষা পদ্ধতি, পরিকাঠামো এবং পরিবেশ নিয়ে প্রশংসা করে ভূমিপুত্র আইএএস ইউনিচ রিসিন ইসলাম ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের দিশা দেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি তুলে ধরে কিভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয় তার পরামর্শ দেন তিনি। সমাজের কল্যাণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার এডিএম আইএএস আজহার জিয়া। তিনি তাঁর জীবনের সাফল্য পাওয়ার কাহিনী তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। জীবনযাত্রায় শিক্ষার্থীদের সময়ের গুরুত্ব বোঝান। কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং কিভাবে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে হবে তা তিনি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন সকলের টার্গেট পয়েন্ট থাকা উচিত শীর্ষস্থানে, তবেই সাফল্য পাওয়াটা সহজ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি চান আল-আমীন মিশন থেকে যেভাবে ডাক্তার তৈরি হচ্ছে সেভাবে আইএএস আইপিএস অফিসারও তৈরি হোক। এ দিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আল-আমীন মিশনের সম্পাদক এ নুরুল ইসলাম 'আল-আমীন মিশন একাডেমি নয়াবাজ' প্রতিষ্ঠার গল্প তুলে ধরেন এবং এই শাখার সুপারিনটেনডেন্ট খন্দকার মহিউল সাহেবের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সমস্ত শুভ কাজ আল্লাহর ইবাদাত স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের শুভ কাজে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। সকলকে সু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি সুনাগরিক হয়ে ওঠারও পাঠ দেন নুরুল ইসলাম। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আইএএস-আইপিএস হওয়ার তাগিদও দেন তিনি। 'আল-আমীন মিশন একাডেমি নয়াবাজ'-এ এদিন কৃতি সংবর্ধনা এবং প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবের পাশাপাশি ছিল সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে 'আল-আমীন মিশন একাডেমির নয়াবাজ' শাখার পক্ষ থেকে এম নুরুল ইসলামকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা দেওয়া হয় মিশনের দুই অন্যতম কর্মকর্তা দিলদার হোসেন এবং হাফিজুর রহমানকেও।


বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে
কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ই.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ক্যাথ ল্যাব
অ্যাঞ্জিওগ্রাম
ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

## প্রথম নজর

### আদিবাসী শিশুদের পড়ার সামগ্রী উপহার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** সরস্বতী পুজোর দিনে হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী এলাকার দুস্থ আদিবাসী শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার সামগ্রী সহ 'ঠাকুমার ঝুলি' তুলে দিলেন 'কলকাতা নার্সার ফাউন্ডেশন' এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর পয়োধী ধর ও ডক্টর সঞ্চারী সিনহা। প্রায় ৫০ জন শিশুর হাতে পড়াশোনা সামগ্রী সহ ঠাকুমার ঝুলি তুলে দিলেন কলকাতার ওই সংস্থা। এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করবার জন্য সহযোগিতা করেছেন হিলি ব্লকের স্থানীয় আদিবাসী যুব কল্যাণ সমিতি। অনুষ্ঠানের শুরুতে আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন হয় এবং সমস্ত অতিথিদের আদিবাসী রীতিতে বরণ করে নেওয়া হয় এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের হাতে। 'কলকাতা নার্সার ফাউন্ডেশনে'র পক্ষ থেকে এই মহতী উদ্যোগের জন্য এলাকার জনগণ তথা শিশুদের মধ্যে একটা বেশ আনন্দ উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয় এদিন । এই মহতী অনুষ্ঠানে ডক্টর পয়োধী ধর ও ডক্টর সঞ্চারী সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী রাখাল মার্ডি, আলেকজান্ডার মার্ডি, প্রীতম সাহা, পিন্টু কুন্ডু, অনুপ সান্যাল, রবিন মার্ডি, সূরজ দাশ সহ আরো অনেকে।

### শালিমারে গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** হাওড়ার শালিমার জিআরপি'র তৎপরতায় উদ্ধার হলো বেশ কয়েক কেজি গাঁজা। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে শালিমার জিআরপি শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ওই গাঁজা উদ্ধার করে। ওড়িশা থেকে আসা এক ব্যক্তির ট্রলি ব্যাগ থেকে ওই গাঁজা উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ চন্দ্র সাউ। ওড়িশার বাসিন্দা। অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি একটি ট্রলি ব্যাগে করে ১১ প্যাকেট গাঁজা নিয়ে প্রথমে শালিমারে আসেন এবং সেখান থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন। তার আগেই শালিমার জিআরপি তাঁকে গাঁজা সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে।

## সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আদিবাসী উৎসবের উদ্বোধনে মন্ত্রী বীরবাহা

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

**আপনজন:** সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আদিবাসী উৎসবের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। রবিবার ডেবরা ব্লকের ত্রিলোচনপুর ফুটবল মাঠে আদিবাসী মুণ্ডা সমাজের উদ্যোগে আদিবাসী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেলে আদিবাসীদের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সহকারে আদিবাসী সমাজের মানুষজন একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ধামসা মাদলের তালে পা মিলিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন বীরবাহা হাঁসদা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। ফুটবল ময়দান থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। ত্রিলোচনপুর বাজার, হাসপাতাল মোড়, শিমুলতলা হয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয় ত্রিলোচনপুর বাসস্ট্যান্ডে। শোভাযাত্রা শেষে মূল মঞ্চে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমাঞ্চল ও বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহা হাঁসদা। মন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের আদিম সংস্কৃতি ও পরম্পরা কে বাঁচিয়ে রাখতে আদিবাসী সমাজের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আদিবাসী সমাজের মানুষের জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সকল আদিবাসীকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। গত শনিবার আদিবাসী মুন্ডা সমাজের রীতি-নীতি মেনে, গরাম পূজা হলেও মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় রবিবার। চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। প্রতিদিন আদিবাসী ভূমিজ মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ নাচ গান নানান অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন বলে জানান সম্পাদক সুব্রত সিং। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, মলিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুলক সামই, আদিবাসী মুণ্ডা সমাজের ডেবরা ব্লক সভাপতি অশোক সিং, ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের নেতা সনাতন হেমব্রম, সমাজসেবী তুষার ভূঞ্যা, শিক্ষক দীনেশ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর সিং, সুব্রত সিং, অরুন সিং সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

## এসডিপিআই-এর রাজ্য কমিটি গঠিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করে মনুবাদী সংবিধান চালু করতে চাইছে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি সরকার। সেই সংবিধানের অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হবেন মুসলিম, আদিবাসী, দলিত মানুষেরা। তারা কর্পোরেট জগতের দাস শ্রমিকে পরিণত হবেন। তাই এই বিজেপি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে বিজেপি বিরোধী সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। এই আহ্বান জানান এসডিপিআইয়ের সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি মুহাম্মাদ শাফী। তিনি রবিবার মুর্শিদাবাদ সেমিনার হলে রাজ্য প্রতিনিধি পরিষদের সভায় প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শ ' দেড়েক প্রতিনিধির এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস মুহাম্মাদ তুমবে এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট সদস্য ইয়ামুইদিন। প্রতিনিধি পরিষদ আগামী তিন বছরের জন্য রাজ্য কার্যকরী কমিটি গঠন করে। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন হাকিকুল ইসলাম, সহ সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, স্বপন কুমার বিশ্বাস ও আব্দুল কাইউম খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাসিবুল ইসলাম ও মোঃ কামাল বাসিরুজ্জাম, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সুমন মন্ডল, সম্পাদক মোঃ সারুর আলম, মাসুদুল ইসলাম ও সাবনম মুস্তারি, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আফতাব আলম এবং ৪ জন কমিটির সদস্য, যথা হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, এ কে এম গোলাম মুর্তাজা ও তুহীনা পারভিন।

*ছবি: আলম সেখ*

## বিরল রোগে আক্রান্ত ৭ মাসের শিশু, প্রয়োজন ১৬ কোটি টাকা!

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

**আপনজন:** সাত মাসের আদৃতি। ও বাঁচতে চায়।পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর!ছোট আদৃতি কে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় একমাসেরও অধিক 'পার্কসার্কাস ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ হাসপাতালের আইসিইউ তে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে চিকিৎসা চলছে।একেবারেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর সাথে লড়াই চলছে সাত মাসের আদৃতির। রাজারহাট নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা দম্পতি সীমা ও সুবিনয় মন্ডল।সুবিনয় পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।দম্পতির ৭ মাসের ফুটফুটে শিশুকন্যা আদৃতি মন্ডল।ইতিমধ্যে এই নিঃষ্পাপ শিশুর দেহে বাসা বেঁধেছে বিরল এক প্রাণঘাতী মারণ রোগ। যা চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তোলা

সম্ভব।অসম্ভব অর্থনৈতিক ব্যাপারটা। কারণ বিরলতম রোগের বিরলতম খরচ মন্ডল পরিবারের নাগালের বাইরে। আদৃতি কে মৃত্যুর পথ থেকে বাঁচাতে চিকিৎসা খরচ বাবদ ১৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। যা কি না মন্ডল পরিবারের কাছে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া ব্যাপার।তবে একমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী,রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যের রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীই পারেন ছোট্ট এই শিশুকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলতে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে আদৃতি'র পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ভিডিও পোষ্ট করে সকলকে পাশে থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে ওই শিশুর আরোগ্য কামনা করেছেন সকলেই।দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার,চিকিৎসা বাবদ এত বিপুল পরিমাণ খরচ কি ভাবে সামলাবেন?ইতিমধ্যে 'বিরলতম রোগে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার জন্য তিনি রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী কে চিঠি লিখে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য ছোট্ট আদৃতি'র শরীরে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ -১(Spinal Muscular Atrophy Type-1) নামক এক বিরল এবং প্রাণঘাতী রোগ বাসা বেঁধেছে।

## লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেনে কাজ করার সময় মৃত্যু তিন শ্রমিকের

**আপনজন ডেস্ক:** কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন কেএমডিএ-র তিন শ্রমিক। ট্যানারির বর্জ্য পরিষ্কার করতে নেমে প্রথমে একজন তলিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ তিনি উঠছেন না দেখে বাকি দু'জন তাঁর খোঁজে হাইড্রেনে নামেন। সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে রয়েছে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রথমে এক শ্রমিক ম্যানহোলে নামেন। দীর্ঘ ক্ষণ তিনি উঠছেন না দেখে বাকিরা ম্যানহোলে নামেন। তাঁরাও তলিয়ে যান। তিন জন ম্যানহোলে পড়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। নীচে থেকে কোনও শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু আশা ছাড়ছেন না কেউ। তাই জোরকদমে উদ্ধারকার্য চলছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে। কিন্তু উদ্ধারকার্য চালাতে সমস্যা হচ্ছে। কারণ যে ম্যানহোলে তলিয়ে গিয়েছেন তিন শ্রমিক, সেটি প্রায় ১০ ফুট গভীর। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাসায়নিকের তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। বিষাক্ত গ্যাসও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। তাই উদ্ধারকার্য চালাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে।

## পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তবিলিগ ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল হলদিয়ায়

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

**আপনজন:** হলদিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা ইজতেমা।হলদিয়ার তবলীগী জামাত কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুখ্য উদ্যোক্তা হিসাবে ছিলেন মুফতি আতাউর রহমান সাহেব, মাওলানা ওবাই দুল্লাহ, কারী নইম আলী তিনদিন ধরে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। শুক্রবার ৩১শে জানুয়ারির সকাল পাঁচটা থেকে শুরু হয়। শেষ হয় রবিবার দুপুর বারোটায়। এই ইজতেমায় নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, নন্দকুমার, কাঁথি, এগরা, ময়না পশ্চিম পাঁশকুড়া,পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর অঞ্চল সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সমাবেশ হলদিয়া এই প্রথম আম জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা ছিল, যা চোখে পড়ার মতো। কারণ এর আগে কোনদিন এত বড় ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সমাবেশকে সফল করার জন্য প্রায় এক মাস ধরে জামাতকর্মীরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাঁশ, কাঠ, চাল, ডাল, খড়, অর্থ বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ জামাত কর্মীদের সহযোগিতা করে এই মাহফিলকে সাফল্য করার জন্য,বিভিন্ন অরাজনৈতিক গণসংগঠন এই সমাবেশ কে সাফল্য করার লক্ষ্যে তারাও সহযোগিতা করে। এই সমাবেশের বক্তব্য রাখেন মুফতি আসলাম আতাউর রহমান সাহেব প্রমুখ। স্থানীয়রা জামাতিদের খিদমতে লিপ্ত ছিলেন।

## আবাসের কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, যার ফল স্বরূপ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখলেন বাঁকুড়ার জেলা শাসক । ২রা জানুয়ারি প্রশাসনিক সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বাড়ি নিয়ে জেলাশাসকদের বার্তা দেন তারা যাতে নিজেরা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তারা টাকা পেয়ে বাড়ি করছে কিনা সেই বিষয়টা নজরদারি করে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মত এদিন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক সিয়াদ এন হঠাৎ করেই বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক বিষ্ণুপুর ব্লকের বিডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বিষ্ণুপুর ব্লকের চৌকান গ্রামে হাজির হন। এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে

এইরকম উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন উপভোক্তাদের সঙ্গে। তাদের কোনরকম সমস্যা রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করেন জেলাশাসক। পাশাপাশি এলাকার সকল উপভোক্তা বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করেছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। তিনি বলেন জেলায় প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৯৯% উপভোক্তা তাদের বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে। বাংলার বাড়িতে সকল মানুষ অনেকটাই খুশি। যারা বাড়ি শুরু করে দিয়েছে তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মে জুন মাসের মধ্যে ঢুকে যাবে এমনটাই আশ্বাস দেন জেলাশাসক।

## প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ সাবিত্রীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** বিধায়ককে প্রাণে মারার চেষ্টা এমনই অভিযোগ বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের।নিজের বিধানসভা মানিকচক থেকে বিধায়ক,শনিবার রাতে নিজের বিধানসভা এলাকা থেকে নিজের গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার সময় প্রাণে বাঁচলেন বিধায়িক সাবিত্রী মিত্র।বিধায়কের গাড়িতে পরপর দুবার ধাক্কা মারে অপর একটি গাড়ি। যদিও বিধায়কের গাড়ি চালক যথেষ্টই তৎপরতার সাথে সেই ধাক্কা এড়িয়ে কোনরকমে বিধায়কের প্রাণরক্ষা করে। ঘটনায়

বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র অভিযোগ করে বলেন, তিনি নিজের বিধানসভা মানিকচক থেকে শনিবার রাতে মানিকচক থেকে নিজের বাড়ি মালদা শহরের সদরঘাটে ফিরছিলেন।সেই সময় হঠাৎ ধরমপুর পেরিয়ে মিলকী ঢোকার মুখে হঠাৎ একটি গাড়ি প্রথমে তার গাড়িতে ধাক্কা মেরে চলে যায়। পরে পুনরায় সেই গাড়িটিই তার গাড়িকে ধাক্কা মারার চেষ্টা করে। তার গাড়ি আটকানো চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ বিধায়ক বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ এসে তাকে রক্ষা করে। ঘটনায় বিধায়কের অভিযোগ কেউ বা কারা তাকে পরিকল্পনা করে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বরাতজোরে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তবে এই ঘটনার পর থেকে তিনি কিছুটা হলেও আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

## বর্জ্য পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

**আপনজন:** কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু প্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়েছি তদন্ত করার জন্য।তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। দুঃখ জনক ঘটনা। আমরা মৃতদের পরিবারের পাশে আছি।অভিজিৎ সরকার এর পুজোতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বিষ স্যালাইন এর থিম। এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চেছো রাজনীতি করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেনে পরিষ্কার করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন কেএমডিএ-র তিন শ্রমিক। পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ট্যানারির বর্জ্য পরিষ্কার করতে নেমে প্রথমে একজন তলিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ তিনি উঠছেন না দেখে বাকি দু'জন তাঁর খোঁজে হাইড্রেনে নামেন। সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### কাঁটাদিঘী মাদ্রাসায় রাবেতার বার্ষিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** রবিবার থেকে কাঁটাদিঘী মাদ্রাসা ইসলামিয়া খলিলিয়া কেন্দ্রে রাবেতা মাদারিসে আরাবিয়ার বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হল।রাবেতা মাদারিসে আরাবিয়ার অধীনে বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হল বাঁকুড়া জেলার কাঁটাদিঘী মাদ্রাসা ইসলামিয়া খলিলিয়ায়। জেলার ২৩টি মাদ্রাসার ছাত্ররা এই কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলা রাবেতা বোর্ডের সম্পাদক ও খলিলিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম জনাব হাফিজ আকিল আহমাদ সাহেব যথাযথ ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকেও বিশেষ নজর দেন। এছাড়াও পরীক্ষক ও আগত মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিশেষ ব্যবস্থায় করেন।

## তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত সাগরপাড়ায়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

**আপনজন:** জলঙ্গী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল উত্তর জোনের উদ্যোগে সাহেবনগর বাজারে সাংগঠনিক কর্মীসভা ও শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো রবিবার বিকেলে প্রায় সাতশোর বেশি সাহেব নগর অঞ্চলের অসহায় দুস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেন এদিন।পাশাপাশি আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি জলঙ্গীর বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সভার আয়োজন করেছেন সেই সভা সফল করার আহ্বান করেন জেলা সভাপতি সহ সকল নেতৃত্ব গণ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, বহরমপুর -মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল কাওসার, জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আফজাল হোসেন, মুর্শিদাবাদ জেলাপরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন, ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মোশারোফ হোসেন, জলঙ্গী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল (দক্ষিণ) সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনা, সংখ্যালঘু সেলের সহসভাপতি সুজন সেখ সহ আরো অঞ্চল ব্লক নেতৃত্ব গণ। এদিনের শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি এলাকার অসহায় দুঃস্থ মানুষ।

## মানিকপুরে বাণী বন্দনা অনুষ্ঠানে জাকির

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদের সুতি থানার মানিকপুরে বাণী বন্দনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন। রবিবার সন্ধ্যায় জমকালো আয়োজনে সুতি থানার মানিকপুরে নাথুলাল দাস বিএড কলেজ প্রাঙ্গনে জেলার প্রথম কুড়ি ফুটের স্বরস্বতী পূজোর উদ্বোধন করা হয়। সেসময় উপস্থিত ছিলেন শিবম এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সভাপতি দীপক কুমার দাস। বাণী বন্দনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তিন, চার এবং পাঁচই ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই শিবম এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পরিচালনায় রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। সোমবার থেকেই সারাবাংলা ব্যাপী সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, অঙ্কন এবং কুইজ প্রতিযোগিতা চলবে। সুতি থানার নাথুলাল দাস বি.এড কলেজ প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এর দিনে সাধারণ মানুষের ব্যাপক উৎসাহ এবং উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

## প্রথম নজর

### মুসলিমপ্রধান দেশ কিরগিজস্তানে নিকাব নিষিদ্ধ

**আপনজন ডেস্ক:** মধ্য এশিয়ার মুসলিমপ্রধান দেশ কিরগিজস্তানে নিকাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশটিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই আইন কার্যকর হয়েছে। রেডিও ফ্রি এশিয়ার অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। রেডিও ফ্রি এশিয়া জানিয়েছে, এই আইন ভঙ্গ করলে ২৩০ ডলার জরিমানা গুনতে হবে। কিরগিজস্তানের আইনপ্রণেতারা বলেছেন, নিরাপত্তার জন্য নিকাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে- যেন প্রকাশ্যে মানুষের মুখ দেখা যায় এবং তাদের চিহ্নিত করা যায়। তবে দেশটির বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, এই আইনের ফলে নারীরা কী পরবে- তাদের এই স্বাধীনতা খর্ব হবে। গত কয়েক বছর ধরে দেশটিতে নিকাব নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছিল। তবে শেষমেশ দেশটিতে নিকাব নিষিদ্ধ হলো। এর আগে মধ্য এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে কিরগিজস্তানে স্কুল ও সরকারি ভবনে নিকাব পরিধানে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। রেডিও ফ্রি এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিরগিজস্তান ছাড়াও মধ্য এশিয়ার তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তানে স্কুল, অফিস ও সরকারি ভবনে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

### সৌদি আরবে উট দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বেড়েছে নারীদের অংশগ্রহণ

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত কাস্টোডিয়ান অব দ্য টু হোলি মস্ক ক্যামেল ফেস্টিভ্যাল ২০২৫-এ নারীদের অংশগ্রহণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবারের আসরে নারীদের অংশগ্রহণ শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ)। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ার কারণে আয়োজক কমিটি এবার একটি নতুন রেস সংযোজন করেছে, যেখানে ১৮ জন সৌদি নারী উট দৌড় প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন। উট দৌড়ের এই বিশেষ আয়োজনটি সৌদি ক্যামেল ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত এবং উৎসবটির দ্বিতীয় সংস্করণ শুরু হয়েছে ২৭ জানুয়ারি। রিয়াদের জনাদ্রিয়া ক্যামেল রেস ট্র্যাকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা ৩১ জানুয়ারি শেষ হবে। গত বছর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ৯টি দেশের ১৫ জন নারী অংশ নিয়েছিলেন। এবার ১২টি দেশের মোট ৩০ জন নারী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এবারের আসরে অংশ নেওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আলজেরিয়া, বাহরাইন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ওমান, পোল্যান্ড, সৌদি আরব, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়েমেন। এবার নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরস্কারের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। গত বছর নারীদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ১,৮৮,০০০ সৌদি রিয়াল, যা এবার বেড়ে ৩,৭৬,০০০ সৌদি রিয়ালে উন্নীত হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী নারী প্রতিযোগী পাবেন ৬০,০০০ সৌদি রিয়াল। উট দৌড়ের এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্ট হিসেবে বিবেচিত। এবারের উৎসবে মোট পুরস্কারের পরিমাণ ৭০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল, যা অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে কাজ করছে।

# ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে টালমাটাল সার্বিয়া, চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট ভুসিচ

**আপনজন ডেস্ক:** সার্বিয়ায় রেলওয়ে স্টেশনের ছাদ ধসে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনায় শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করেছে। সরকারের অদক্ষতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভের মুখে টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মিলোশ ভুচেভিচ পদত্যাগ করলেও আন্দোলন থামেনি। গত বছরের নভেম্বর মাসে সার্বিয়ার নোভি সাদ শহরের একটি রেলওয়ে স্টেশনের ছাদ ধসে ১৫ জনের মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই হাজার হাজার মানুষ সরকারের জবাবদিহি চেয়ে রাজপথে নেমে আসে, যার নেতৃত্ব দেয় শিক্ষার্থীরা। প্রতিদিন সড়ক অবরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখলসহ বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে তারা সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। গত সপ্তাহে এই বিক্ষোভ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে এটি সার্বিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়। আন্দোলন এখন শতাধিক শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থী দেজান বাগারিক বলেন, “সার্বিয়ার ইতিহাসে এমন গণবিক্ষোভ আগে কখনো দেখা যায়নি। মানুষ সত্যিই সরকারের দুর্নীতিতে ক্লান্ত। এই সরকার ভয়াবহ মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত।” বিক্ষোভকারীদের দাবি, নোভি সাদ রেলওয়ে স্টেশনটি চীনের একটি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মিত হলেও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো নজর দেওয়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার দায় অস্বীকার করায় জনগণের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। মানবাধিকার আইনজীবী চিতোমির স্টোজকোভিচ এই ঘটনায় ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেন, যা শেষ পর্যন্ত প্রসিকিউটরদের তদন্ত শুরু করতে বাধ্য করে। তিনি বলেন, “নির্মাণে কোনো স্বচ্ছতা ছিল না, কোনো পাবলিক টেন্ডার হয়নি। দুর্ঘটনার সঠিক তদন্তও হয়নি। বরং সরকার সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।” আইনজীবী স্টোজকোভিচের মতে, “মানুষ প্রেসিডেন্ট ভুসিচের ও তার সরকারের পদত্যাগ চায়।” তবে প্রেসিডেন্ট ভুসিচ এই বিক্ষোভের পেছনে বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, “আমাদের দেশ বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ আক্রমণের মুখে।” আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রধানমন্ত্রী মিলোশ ভুচেভিচ পদত্যাগ করলেও বিক্ষোভে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পরে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে রেলওয়ে স্টেশন ধসের গোপন নথি প্রকাশ করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, এই বিক্ষোভ এত দ্রুত শেষ হবে না। বেকারত্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতা আন্দোলনে ইন্ধন দিচ্ছে দেশটিতে ক্রমেই বাড়তে থাকা বেকারত্বের হার এই বিক্ষোভকে আরও তীব্র করে তুলছে। তরুণরা কাজের খোঁজে দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে সরকারের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বাড়ছে। এর আগে, গত বছর নির্বাচন জালিয়াতির অভিযোগে বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল।

### যুক্তরাজ্যে ইসরায়েলি পতাকা হাতে কোরআন পোড়ানো এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাজ্যে পবিত্র কোরআনে অগ্নিসংযোগ করায় বর্ণবাদী অপরাধের অভিযোগে ৪৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাকে ইসরায়েলের পতাকা ওড়াতে দেখা যায়। স্থানীয় সময় শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) ম্যানচেস্টার শহরের কেন্দ্রস্থলে এ ঘটনা ঘটে। এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। লাইভ স্ট্রিমিংয়ে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি কোরআন বলে মনে হওয়া একটি বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর এতে আগুন ধরিয়ে দেন। ম্যানচেস্টার পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ওইদিনই বর্ণবাদী আচরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ কনস্টেবল স্টেফানি পার্কার বলেন, আমরা বুঝতে পারছি যে, এটি আমাদের কিছু বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। একটি লাইভ ভিডিও প্রচারিত হওয়ার বিষয়ে আমরা সচেতন। তিনি বলেন, আমরা অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করেছি। আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সঠিক ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেই।

### অস্ট্রেলিয়ায় বন্যায় নারীর প্রাণহানি, কুমির নিয়ে সতর্কবার্তা

**আপনজন ডেস্ক:** ন্যায় বিপর্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক নারী রবিবার মারা গেছেন। নদীর পানি ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছনোয় কর্তৃপক্ষ শহরের বাসিন্দাদের বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে সরে যেতে এবং কুমিরের উপস্থিতির জন্য সতর্ক থাকতে বলেছে। কুইন্সল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্যের কিছু অংশে ২৪ ঘণ্টায় ৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারি বৃষ্টি অব্যাহত থাকার কারণে প্রায় দুই লাখ বাসিন্দার শহর টাউনসভিল শহরের ছয়টি বন্যাপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের রবিবার তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। শহরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের সমন্বয়ক জ্যাক ডাওস বলেছেন, স্থানীয় সময় রবিবার সন্ধ্যায় দুই হাজার ১০০টি বাড়ি খালি করার আদেশের আওতায় ছিল। কিন্তু ‘প্রায় ১০ শতাংশ’ মানুষ এই আদেশ উপেক্ষা করেছে বলেও তিনি জানান। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুসারে, নৌকার যাতায়াতের সময় রবিবার এক নারী মারা গেছেন। নৌকাটি কেয়ার্নস থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে ইনহামে ডুবে গিয়েছিল। এদিকে কুইন্সল্যান্ড পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট গ্রেম পেইন জানিয়েছেন, টাউনসভিলের জন্য পরবর্তী সময়গুলো ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ হবে। বন্যার কারণে স্থানীয় বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে গেছে এবং টাউনসভিল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ঐচ্ছিক সার্জারিগুলো স্থগিত করেছে। এ ছাড়া প্রায় ১০০টি বিদ্যালয় ‘শিক্ষার্থীদের জন্য অনিরাপদ’ বলে রাজ্য ঘোষণা করেছে। কুমির নিয়ে সতর্কবার্তা অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান ডেভিড ক্রিসাফুলি আরো বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছেন, যা ‘রেকর্ড বৃষ্টিপাত’ ঘটাতে পারে। তিনি বলেন, এই আবহাওয়ার পরিস্থিতি রাজ্য কখনো এর আগে এমন দেখেনি। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর সতর্ক করেছে, মানুষ যেন কুমিরের উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে, যারা ‘শান্ত জলাশয়ের খোঁজে’ চলাফেরা করতে পারে। অধিদপ্তর আরো বলেছে, ‘কুইন্সল্যান্ডের উত্তর ও দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলের সব জলপথে কুমিরের উপস্থিতি প্রত্যাশা করুন, এমনকি যদি সেখানে কোনো সতর্কতামূলক চিহ্ন না-ও থাকে।’ ভারি বৃষ্টি আগামী ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকবে। আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করেছে, কিছু অঞ্চলে ৪৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হতে পারে। গবেষকরা বারবার সতর্ক করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন দাবানল, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### তুমুল বিতর্কে ব্যর্থ জার্মান অভিবাসন বিল

**আপনজন ডেস্ক:** আশ্রয়ব্যবস্থা কঠোর করার একটি আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছে জার্মান পার্লামেন্ট। কট্টর ডানপন্থি এএফডি-এর সমর্থন পাওয়ায় জার্মান রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে এই প্রস্তাবিত বিলটি। জার্মান পার্লামেন্ট বুন্ডেস্টাগে তীব্র বাদানুবাদ, রাজপথে ব্যাপক বিক্ষোভ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কট্টরপন্থিদের সঙ্গে ‘আঁতাতের’ অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ভাঙা জার্মান রাজনীতিতে কয়েক দিন তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে। শুক্রবার পার্লামেন্টে আশ্রয়নীতি আরো কঠোর করার একটি বিল খুব অল্প ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিলটির সমর্থনে রক্ষণশীল খ্রিস্টিয় গণতন্ত্রী এবং খ্রিস্টিয় সমাজতন্ত্রী (সিডিইউ/সিএসইউ) দল ছাড়াও অতি-কট্টরপন্থি অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি), নব্য-উদারনৈতিক ফ্রি ডেমোক্র্যাটস (এফডিপি) এবং পপুলিস্ট সাহরা ভাগেনক্লেখট অ্যালায়েন্স (বিএসডব্লিউ) ভোট দিয়েছে। প্রথমবারের মতো অতি-ডানপন্থি অল্টারনেটিভ ফর জার্মানির সমর্থনের উপর নির্ভর করে বুধবার সিডিইউ এর চ্যান্সেলর প্রার্থী ফ্রিড্রিশ ম্যার্ৎস আশ্রয়নীতির উপর একটি প্রস্তাব পাস করতে সক্ষম হন। কে সমর্থন দিচ্ছে, সেটা চিন্তা না করেই অভিবাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন ম্যার্ৎস। বিতর্কিত এই প্রস্তাবটিতে সব প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে স্থায়ী সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ করলেও সীমান্ত থেকেই অভিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন এমন প্রস্তাব। পাবলিক ব্রডকাস্টার এআরডি এর সাম্প্রতিক ডয়চলান্ডট্রেন্ড জরিপ অনুসারে, জার্মান জনগণের একটি বড় অংশ অভিবাসন নীতি কঠোর করার পক্ষে। তবে, এএফডি এর সঙ্গে মিলে কোনো জোটগত চুক্তি করার বিপক্ষেও বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত রয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মাত্র তিন সপ্তাহ পরই জার্মানির পরবর্তী ফেডারেল নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ববর্তী সবশেষ জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩০ শতাংশ সমর্থন নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে সিডিইউ। দলটির নেতা ম্যার্ৎসের পরবর্তী চ্যান্সেলর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ২০ শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কট্টরপন্থি এএফডি। ম্যার্ৎস অবশ্য পার্লামেন্টে অভিবাসননীতির প্রস্তাবে এএফডির সমর্থন পেলেও শুক্রবার আবার নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি এএফডি এর সঙ্গে কাজ করতে চান না।

# গাজায় আবারও সংঘাত শুরুর শঙ্কা, হুমকিতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনা কাল সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে শুরু হওয়ার কথা। তবে হিব্রু সংবাদমাধ্যম ওয়াল্লা নিউজ জানিয়েছে, কাল কাতারে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গত ১৯ জানুয়ারি হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। তিন ধাপের এ চুক্তিটির প্রথম ধাপের মেয়াদ ৪২ দিন। তবে প্রথম ধাপের ১৬ দিনের মাথায় দ্বিতীয় ধাপ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ আছে। সে হিসেবে সোমবার হবে ১৬তম দিন। নেতানিয়াহু যদি শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধিদের কাতার না পাঠান তাহলে এটি চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন হবে। জ্যেষ্ঠ এক ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেছেন, চুক্তির দ্বিতীয়ধাপ কার্যকরের ক্ষেত্রে ‘বিষয়টি খুবই চিন্তার’। তবে আশা করি এটি ৪২ দিনের প্রথম ধাপটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। নেতানিয়াহু দ্বিতীয় ধাপের আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদের যেতে না দিয়ে, আবারও যুদ্ধ শুরুর চক্রান্ত করছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। দ্বিতীয় ধাপ কার্যকর হলে হামাস গাজা থেকে সব জীবিত জিম্মিকে মুক্তি দেবে, ইসরায়েল অসংখ্য ফিলিস্তিনি বন্দিকে তাদের কারাগার থেকে মুক্তি দেবে এবং দখলদার ইসরায়েলের সব সেনাকে গাজা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হবে। ওয়াল্লা নিউজ জানিয়েছে, গতকাল শনিবার রাতে মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নেয়া, শিন বেত প্রধান রোনেন বার ও জিম্মিদের পয়েন্ট ম্যান নিটজান অ্যালনসহ অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা ছিল নেতানিয়াহুর। কিন্তু তিনি তার সামরিক সচিব রোমান গোফম্যানের মাধ্যমে তাদের বার্তা দেন, তিনি কাতারে প্রতিনিধি দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হবে নেতানিয়াহুর। এই বৈঠকের আগে তিনি যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে কোনো কাজ করতে চান না। কিন্তু যেহেতু সোমবারই আলোচনা শুরু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেহেতু প্রতিনিধি না পাঠালে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন হবে। এছাড়া মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নেয়াকে সরিয়ে দিয়ে এখন যুদ্ধবিরতি চুক্তির আলোচনাকারী দলের প্রধান হিসেবে নিজের আস্থাভাজন রন ডারমারকে নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন নেতানিয়াহু।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩১মি.

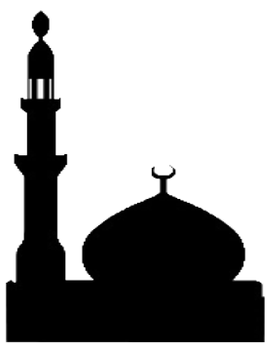

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.৫২ | ৬.১৪ |
| যোহর | ১১.৫৫ | |
| আসর | ৩.৫০ | |
| মাগরিব | ৫.৩১ | |
| এশা | ৬.৪২ | |
| তাহাজ্জুদ | ১১.১২ | |

### শুল্কারোপের কষ্ট মূল্যবান হবে : ট্রাম্প

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার স্বীকার করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর আরোপিত শুল্কের কারণে মার্কিনরা অর্থনৈতিক ‘কষ্ট’ অনুভব করতে পারেন। তবে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এটি ‘মূল্যবান’ হবে বলে তিনি যুক্তি দিয়েছেন। ট্রাম্প শনিবার অবশেষে প্রতিবেশী মেক্সিকো ও কানাডার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন, যদিও দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্ত।

### সুদানে সবজি বাজারে গোলাবর্ষণ-বিমান হামলা, নিহত ৫৬

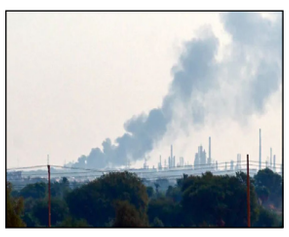

**আপনজন ডেস্ক:** সুদানের একটি সবজির বাজারে গোলাবর্ষণ এবং বিমান হামলায় অন্তত ৫৬ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫৮ জন। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) দেশটির ওমদুরমান এলাকার একটি বাজারে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর আলজাজিরার। এই হামলার জন্য আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) দায়ী করা হয়েছে। সুদানের সংস্কৃতিমন্ত্রী ও দেশটির সরকারের মুখপাত্র খালিদ আল-আলেইসির এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, হামলায় হতাহতদের মধ্যে বহু নারী ও শিশু রয়েছে। হামলার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, এই অপরাধমূলক কাজ এই মিলিশিয়ার রক্তাক্ত রেকর্ডে যোগ করেছে। এটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওমদুরমানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ওই কাঁচাবাজার লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে ওমদুরমানের পশ্চিমাঞ্চল আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

### যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করল কানাডা

**আপনজন ডেস্ক:** কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ১৫৫ বিলিয়ন ডলার সমমানের যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলারের ওপর কার্যকর হবে মঙ্গলবার থেকে। বাকিটা পরবর্তী ২১ দিনের মধ্যে। তবে এটি মার্কিন ডলার নাকি কানাডিয়ান ডলারে হবে, সেটি তিনি পরিষ্কার করেননি। খবর বিবিসির। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্য আমদানিতে ২৫ শতাংশ এবং চীনের পণ্যে বর্তমান হারের চেয়ে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে এই নতুন শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র কানাডা থেকে ১০ শতাংশেরও কম শুল্ক দিয়ে তেল আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম বলেছেন, তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণাই দেবেন। এদিকে, চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, শুল্ক আরোপ চীন, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কোনোভাবে বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে না। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর ফেন্টানিল সংকট মোকাবেলায় তিনি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল স্থাপনা উন্মোচন করেছে ইরান

**আপনজন ডেস্ক:** ইরানের দক্ষিণ উপকূলে একটি নতুন ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা উন্মোচন করেছে ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের নৌবাহিনী শাখা। স্থানীয় সময় শনিবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভূগর্ভস্থ এই নৌঘাঁটি উন্মোচন করা হয়। এক প্রতিবেদনে ইসরাইলের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরাইল এ তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, শত শত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শত্রুপক্ষের ইলেক্ট্রিক ওয়ারফেয়ার ধ্বংস করতে সক্ষম বলে আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল স্টেশনটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। মিসাইলগুলো মাটির নীচে শত শত মিটার গভীরে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর হতে পারে এই মিসাইলগুলো। এছাড়াও ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকে শত শত কিলোমিটার দূর থেকে ছোড়া এবং অপারেট করা যাবে। অন্যদিকে, সমুদ্রের অনেক দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম এই মিসাইল সিস্টেম। আইআরজিসি প্রধান জেনারেল হোসেইন সালামি নৌবাহিনী কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলিরেজা তাংসিরির সঙ্গে ঘাঁটিটি পরিদর্শন করেছেন। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে আন্ডারগ্রাউন্ড মিসাইল স্থাপনাটির অবস্থান গোপন রাখা হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২০ মাঘ ১৪৩১, ৪ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

## আত্মজিজ্ঞাসা কেন প্রয়োজন

বা আমরা পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে গুন্ডা, মাস্তান, অশিক্ষিত, ইয়াবা বা মাদক ব্যবসায়ীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া এবং তাহাদের মাধ্যমে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মাধ্যমে যখন কাহারো পতন হয়, ন্যক্কারজনকভাবে, তখন ১০ মিনিটের জন্য হইলেও একান্তে ইহা লইয়া তাহাদের চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। তাহারা এমন কী করিয়াছেন যে, এই জন্য আজ তাহাদের এমন করুণ পরিণতি বরণ করিতে হইল। কেন সকল সিস্টেম ব্যর্থ হইল? মাস্তান ও গুন্ডা বাহিনী কোথায় গেল? এত বড় সংগঠন, কী হইল তাহার? তাহাদের এত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোথায় গেল? ইহাতে কি বোঝা যায় না, একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শিক ভিত্তি মজবুত থাকাটা কত গুরুত্বপূর্ণ? উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিকে রাজনীতি হইতে বিতাড়িত ও বিতর্কিত করিয়া কাহার কী লাভ? দলে মাস্তানতন্ত্র বা চোরতন্ত্রের প্রশ্রয় দিয়া ক্ষতিটা শেষপর্যন্ত কাহার হয়? ভাবিতে হইবে রাজনীতিকে ব্যবসায় পরিণত করিবার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হয় কিংবা হইতে পারে। সাধারণ মানুষ যখন চোখের সম্মুখে দেখে ক্ষমতাসীনরা আইন ভঙ্গ করিতেছে; মাস্তানি, চাঁদাবাজি বা দখলবাজিতে লিপ্ত রহিয়াছে, তখন তাহারা আশাহত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইবেই। অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ তাহাদের কিছুই করিতে পারে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহারা প্রভাবশালীদের সহিত যোগসাজশ রক্ষা করিয়া চলে। একটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির দলীয়করণের পরিণাম ভয়াবহ হইতে বাধ্য। তাই শুধু হা-হুতাশ প্রকাশ বা গালাগালি করিলেই চলে না, এই ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসা ও সংশোধনই সবচাইতে বড় প্রয়োজন। এই দিক হইতে এই সকল দেশের সেনাবাহিনী অনেক সময় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। যেই কারণে তাহারা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকিতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে অভ্যুত্থান, পালটা অভ্যুত্থান কত কী ঘটে! এইভাবে পরিবর্তন তো নূতন বিষয় নহে; কিন্তু প্রশ্ন হইল, বারংবার কেন এমন ঘটনা ঘটে? কারণ ইতিহাস হইতে আমরা কেহ শিক্ষা গ্রহণ করি না। তাহা ছাড়া উন্নয়নশীল দেশের মানুষের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ও অসচেতনতাও এই জন্য বহুলাংশে দায়ী। দেশ পরিচালনায় সিস্টেম বা পদ্ধতিগত অনুন্নয়নের কারণে গোটা দেশ ও জাতিকে ভুগিতে হয়। তাই একটু সময় লইয়া চিন্তা করা প্রয়োজন, এই সকল দেশে মাদক ও চোরাকারবারিদের দৌরাত্ম্যের পিছনে আসলে কাহারা দায়ী? কাহারা টেন্ডারবাজি করে? কাহারা কাজ না করিয়াই বিল তুলিয়া লয়? কেন এক্সিকিউটিভইঞ্জিনিয়ার, সুপার ইঞ্জিনিয়ার বা চিফ ইঞ্জিনিয়াররা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারেন না বা করেন না? কাহারা ব্যাংক লোপাট করে? যদি মনে করা হয় যে, এই ব্যাপারে দেশের সকলেই বেখবর ও বেওয়াকিফহাল, তাহা হইলে তাহা ভুল হইবে। তাহা ছাড়া চিরদিন ক্ষমতায় থাকিতে হইবে কেন? অন্যদিকে একজন মানুষের কত সম্পদ দরকার?

অতএব, এই সকল দেশে হতদশার কারণগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। নেতাদের ভাবা প্রয়োজন কোথায় কোথায় তাহারা ভুল করিয়াছেন বা করিতেছেন। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগের দলীয়করণও কেন একসময় কোনো কাজে আসে না। কেন গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সুশাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে বারংবার জীবন উৎসর্গ করিতে হয়? উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে এই আত্মজিজ্ঞাসাই আজ জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। শুধু রাজনীতিবিদদেরই নহে, প্রত্যেক মানুষের উচিত তাহার কৃতকর্ম বা পরিণতি লইয়া কিছুক্ষণের জন্য হইলেও একাগ্রচিত্তে চিন্তা করা। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে, তাহা হইলে তাহা শোধরানো উচিত। এই জন্য অন্যদেরও সতর্ক হইতে হইবে, যাহাতে তাহাদেরও অনুরূপ করুণ পরিণতি বরণ করিতে না হয়। কেননা এই আত্মজিজ্ঞাসাই মানুষকে পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

# গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ইউরোপের ভূমিকা

আচরণ ও কথাবার্তা বিশ্বব্যাপী নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে তিনি এখন পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাও উত্তাপ ছড়াচ্ছে বিশ্বরাজনীতিতে। বিশেষ করে, 'গ্রিনল্যান্ড ইস্যু' নিয়ে তার বক্তব্য-বিবৃতি ইউরোপের রাজনীতিবিদদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক নতুন আলোড়ন।

লিখেছেন **নাথালি তোচি...**

আচরণ ও কথাবার্তা বিশ্বব্যাপী নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে তিনি এখন পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাও উত্তাপ ছড়াচ্ছে বিশ্বরাজনীতিতে। বিশেষ করে, 'গ্রিনল্যান্ড ইস্যু' নিয়ে তার বক্তব্য-বিবৃতি ইউরোপের রাজনীতিবিদদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক নতুন আলোড়ন। ইউরোপের বিভিন্ন কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদরা এতদিন বলতেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করুন, কিন্তু তার কথাবার্তাকে আক্ষরিক অর্থে নেবেন না।' তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা সম্ভবত আক্ষরিকভাবে নেওয়ার কিছু নেই। অর্থাৎ, তার কথাবার্তাকে হালকা করে না দেখে বরং 'বিশেষ গুরুত্ব' সহকারে আমলে নিতে হবে। এর কারণ, ক্ষমতার দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প মুখে যা বলবেন, তা-ই করবেন বলেই অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান!

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকটা হুট করেই গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার হুংকার দিয়ে বসেন ট্রাম্প। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, এটা কেবলই কথার কথা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সত্যিকার অর্থেই গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বানাতে চান তিনি। অর্থাৎ, ট্রাম্পের ঐ কথা বা ঘোষণা কেবলই সাধারণ কৌতুক বা রাজনৈতিক খেলা ছিল না, বরং বাস্তবিকভাবেই এই অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৎপর হয়েছেন তিনি।

দিন কয়েক আগে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডরিকসেনের সঙ্গে 'এক দীর্ঘ ও উত্তপ্ত' ফোনালাপ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ঐ আলোচনাতেও তিনি গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলা সেই কথোপকথনে তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। শুধু তা-ই নয়, গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে রাজি হওয়ার জন্য ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী ফ্রেডরিকসেনকে রীতিমতো চাপ দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ফ্রেডরিকসেন যখন সাফ জানিয়ে দেন যে, 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির কোনো প্রশ্নই ওঠে না', তখন অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ট্রাম্প! তৎক্ষণাৎ হুমকি দিতে শুরু করেন এই বলে যে, যদি ডেনমার্ক তার অবস্থান পরিবর্তন না করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি না হয়, তাহলে তিনি ডেনমার্কের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য কড়া বাণিজ্য শুল্ক আরোপের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এতটুকু পর্যন্তও সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি আরো গুরুতর ও জটিল হয়ে ওঠে, যখন ট্রাম্প সরাসরি ডেনমার্কের সামরিক শক্তিকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন।

ডেনমার্ক সম্প্রতি আর্কটিক অঞ্চলে তাদের সামরিক বাজেট উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করেছে। বেশকিছু নতুন সামরিক জাহাজ ও ড্রোন যুক্ত করেছে সেনা বহরে। এতে করে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে বলে তাদের আশা। কিন্তু ট্রাম্প তাদের এ ধরনের পদক্ষেপকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে রাজি নন।

আর এজন্য ডেনমার্কের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে 'ডগ-স্লেজ প্রতিরক্ষা' বলে অভিহিত করতেও ছাড়েননি তিনি। তার মতে, গ্রিনল্যান্ডের মতো একটি বিশাল ভূখণ্ডের নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক ঘাঁটির তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ। কথাবার্তায় তিনি এমনও বোঝাতে চেয়েছেন যে, ডেনমার্কের সামরিক শক্তির তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি এতটাই বেশি যে, যদি তিনি চান, খুব সহজেই গ্রিনল্যান্ডকে নিজের দখলে নিয়ে নিতে পারেন।

সত্যি বলতে, ট্রাম্পের এ ধরনের বক্তব্য ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য স্বভাবতই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ধরনের আচরণ এক ধরনের সরাসরি সামরিক হুমকি প্রদানের শামিল।

ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া সাধারণত অত্যন্ত কঠোর হতে দেখা যায়। কোনো একটি শক্তিধর রাষ্ট্র যদি অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে তা ঐ রাষ্ট্রের (স্বাধীন) জন্য স্বভাবতই চিন্তার বিষয়! এ ধরনের পরিস্থিতি বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোর-যারা নিজেদের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের 'অন্যতম প্রধান রক্ষক' হিসেবে দেখে, জন্যও 'এক অতি গুরুত্বপূর্ণ' মুহূর্ত। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ট্রাম্পের এহেন আচরণের পরও ইউরোপের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নীরব ও নিষ্ক্রিয় বলেই মনে হচ্ছে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তার মতো ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুখে তালা দিয়ে রেখেছেন। এ নিয়ে এখন অবধি তারা কোনো মন্তব্য করেননি। এমনকি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের মতো বিশ্ব নেতা প্রথমদিকে টুকটাক প্রতিক্রিয়া জানালেও পরে 'পুরোপুরি নীরব' হয়ে গেছেন। এমন একটি পরিস্থিতিতে অনেকে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ইউরোপ এভাবে নীরব কেন? এর পেছনে অবশ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যেমন-

প্রথমত, ইউরোপের দেশগুলো খুব ভালো করেই জানে যে, বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া ক্রমাগত নিজ নিজ বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাদের মধ্যে। আর সেই প্রতিযোগিতার 'একটি বড় ক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে আর্কটিক অঞ্চল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফ গলছে, নতুন বাণিজ্য পথ তৈরি হচ্ছে। এর ফলে দিনে দিনে সন্ধান মিলছে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান খনিজ সম্পদের। ঠিক এ কারণেই এ অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নজর পড়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। আর সেক্ষেত্রে আর্কটিক ঘিরে নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর দরকার পড়ছে ওয়াশিংটনের।

দ্বিতীয়ত, ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। গ্রিনল্যান্ড ক্রমশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চরেছে, যেখানে ডেনমার্ক চায় না যে, হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ে ঢুকে পড়ুক তারা। ফলে একধরনের রাজনীতি শুরু হয়েছে গ্রিনল্যান্ড ইস্যু ঘিরে।

যাহোক, এ মুহূর্তে ইউরোপের মাথায় মূলত দুই ধরনের আবেগ ভর করেছে বলে মনে হচ্ছে! লক্ষণীয়, একদিকে তাদেরকে বেশ ভীত দেখাচ্ছে, আবার অন্যদিকে তারা ততটা উদ্বিগ্ন নয়, যতটা হওয়ার কথা। একদিকে মনে হচ্ছে, ইউরোপের দেশগুলো ট্রাম্পের কথাবার্তা বা আগ্রাসী আচরণকে ভয় পাচ্ছে। তাদের ধারণা, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যদি তারা কঠোর অবস্থান নেয়, তাহলে তিনি হয়তো বা আরো আগ্রাসী হয়ে উঠবেন। ইউরোপের বিরুদ্ধে গ্রহণ করবেন কঠোর নীতি। অন্যদিকে তারা এটাও ভাবছে যে, চলমান পরিস্থিতির রেশ আর খুব বেশিদূর গড়াবে না।

অনেকে এমন বিশ্বাসও করছে যে, ট্রাম্পের এই উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ কিছুদিন পরই কমে আসবে। এই 'ট্রাম্প ঝড়' একসময় চলে যাবে। যদিও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা! বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইউরোপ যদি শুধু অপেক্ষা করতেই থাকে, তথা তারা যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষায় 'সক্ষমতার প্রশ্নে' তারা এক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসছে, আর তা হলো-খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের হুমকির পরও, তথা ওয়াশিংটনের কাছ থেকে ইউরোপের কোনো একটি সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়ার হুমকি আসার পরও যদি ইউরোপের ঘুম না ভাঙে, তারা যদি জেগে না ওঠে, তাহলে স্বভাবতই ইউরোপের সাধারণ জনগণ এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করবে যে, ঠিক কী ঘটলে ইউরোপের নেতারা ঘুম থেকে জেগে উঠবেন?

ডেনমার্ক সম্প্রতি আর্কটিক অঞ্চলে তাদের সামরিক বাজেট উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করেছে। বেশকিছু নতুন সামরিক জাহাজ ও ড্রোন যুক্ত করেছে সেনা বহরে। এতে করে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে বলে তাদের আশা। কিন্তু ট্রাম্প তাদের এ ধরনের পদক্ষেপকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে রাজি নন।

আর এজন্য ডেনমার্কের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে 'ডগ-স্লেজ প্রতিরক্ষা' বলে অভিহিত করতেও ছাড়েননি তিনি। তার মতে, গ্রিনল্যান্ডের মতো একটি বিশাল ভূখণ্ডের নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক ঘাঁটির তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ। কথাবার্তায় তিনি এমনও বোঝাতে চেয়েছেন যে, ডেনমার্কের সামরিক শক্তির তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি এতটাই বেশি যে, যদি তিনি চান, খুব সহজেই গ্রিনল্যান্ডকে নিজের দখলে নিয়ে নিতে পারেন। সত্যি বলতে, ট্রাম্পের এ ধরনের বক্তব্য ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য স্বভাবতই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ ধরনের আচরণ এক ধরনের সরাসরি সামরিক হুমকি প্রদানের শামিল।

*লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক ও ইউরোপীয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্ট স্কুলের খণ্ডকালীন অধ্যাপক*
*দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর*

# পশ্চিমা মদদে আরেকটি বড় যুদ্ধ আসন্ন

**দিনো মাহতানি**

যে ন বিশ্বে আরও বেশি রক্তপাত দরকার! বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে দেওয়ার জন্য আরেকটি বড় যুদ্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে। এ সপ্তাহে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআরসি) পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহরটিতে বিদ্রোহীরা ভয়াবহ হামলা চালিয়ে দখল করে নিয়েছেন। পাশের প্রতিবেশী রুয়ান্ডার সেনারা বিদ্রোহীদের মদদ দিচ্ছেন। এ ঘটনায় যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, আফ্রিকার বাইরেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

এ ঘটনা পশ্চিমা সরকারগুলোর আত্মতুষ্টিকেও প্রকাশ করে। কঙ্গোর অনেক লোক এ সংকট সৃষ্টির পেছনে পশ্চিমাদের দায়ী করছেন। এম-২৩ নামে পরিচিত বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডে গতি পায় ২০২১ সাল থেকে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় এম-২৩ আগ্নেয়গিরির পাদদেশে অবস্থিত গোমা শহরের চারপাশে বিশাল একটা ভূখণ্ড দখলে নিতে শুরু করে। অঞ্চলটি রুয়ান্ডা সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত।

এ সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রুয়ান্ডাকে এম-২৩-কে সমর্থন দেওয়া বন্ধ ও কঙ্গোর ভূমি থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এ সংঘাত জাতিসংঘের সহযোগিতায় টিকে থাকা লাখ লাখ বেসামরিক মানুষের জন্য বিধ্বংসী পরিণতি ডেকে আনবে। ডিআরসির রাজধানী কিনশাসায় ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারীরা আগুন জ্বালিয়ে দেন এবং রুয়ান্ডা, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে আক্রমণ করেন।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামের পৃষ্ঠপোষকতায় কঙ্গোয় বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ হয়েছে। এম-২৩-এর বিদ্রোহটি সর্বশেষ ঘটনা। অনেকগুলো পশ্চিমা দেশের প্রিয়পাত্র কাগামে। ১৯৯৪ সালের গণহত্যার প্রেক্ষাপটে তিনি ক্ষমতায় বসেন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের কমান্ডার হিসেবে তিনি লড়াই করেছিলেন। কাগামে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে তাঁর হস্তক্ষেপের কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর জাতিগত তুতসি গোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে চান। কাগামে ক্ষমতায় বসার পর থেকে রুয়ান্ডা ও কঙ্গোর মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে। এর কারণ, জাতিগত বৈরিতার চেয়েও বেশি কিছু। রুয়ান্ডার মদদপুষ্ঠ বিদ্রোহীরা ১৯৯০-এর দশকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলের বেশ কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেখান থেকে তারা বিশাল পরিমাণ প্রাকৃতিক

সম্পদ আহরণ করতেন।

২০০২ সালে একটি জাতীয় চুক্তি হওয়ার পর কঙ্গোলিজ তুতসি সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ শান্তি রক্ষা মিশনের আওতায় আসে। ২০০৪ ও ২০০৮ সালে এদের কিছু অংশ আরও বেশি সামরিক সুবিধা এবং ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সুযোগ দাবিতে পুনরায় বিদ্রোহ করে।

২০১২ সালে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি হয় এবং বিদ্রোহীরা এম-২৩ গঠন করেন। প্রায় কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই এবার তাঁরা গোমার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন। এই যে যুদ্ধের চক্র, এর পুরোটা সময় পশ্চিমা কর্মকতারা রুয়ান্ডার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। অথচ এই বিদ্রোহীদের রুয়ান্ডা যে মদদ দিয়ে যাচ্ছে, তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। সহযোগিতা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কাগামে দাতাদেরকে মুগ্ধ করেছিলেন। গণহত্যা-পরবর্তী রুয়ান্ডা পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমা বন্ধুদের কাছে রুয়ান্ডা একটি সফলতার গল্প।

কেবল ২০১২ সালে যখন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর বিদ্রোহীদের মদদ দেওয়ার ক্ষেত্রে রুয়ান্ডার বাড়াবাড়ি রকম সম্পৃক্ততা আছে, তখনই কেবল সাময়িকভাবে যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা বন্ধ রাখে। বর্তমানে রুয়ান্ডার বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগ আসে দাতাদেশগুলো থেকে।

২০১৯ সালে ডেমোক্রেটিক অব কঙ্গোর ক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট ফেলিক শিসেকেদি ক্ষমতায় আসার পর তিনি তাঁর দেশের পূর্বাঞ্চলে থাকা রুয়ান্ডার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করার জন্য রুয়ান্ডার সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানান। হুতু বিদ্রোহীদের কমান্ডারদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন, যাঁরা ১৯৯৪ সালের গণহত্যায় অংশ নিয়েছিলেন।

এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে এম-২৩ বিদ্রোহীরা কঙ্গোর আগ্নেয়গিরিগুলোর আশপাশে অবস্থান নেন এবং বাইরের সমর্থন খুঁজতে শুরু করেন। ২০২১ সালের পর থেকেই এম-২৩ তাদের তৎপরতা বাড়ায়। সে সময় গোষ্ঠীটির কিছু সদস্যকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় আত্মীকৃত করার ব্যাপারে সংলাপ ভেস্তে যায়। রুয়ান্ডা তখন পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে মোজাম্বিকের উত্তরাঞ্চলে হাজার হাজার রুয়ান্ডান সেনা মোতায়েন করা হয়। ওই অঞ্চলে সে সময় ইসলামিক স্টেটের সদস্যরা ঘাঁটি গেড়েছিলেন। এর পাশেই ফ্রান্সের জ্বালানি খাতের বিশাল কোম্পানি টোটালএনার্জিসের গ্যাসক্ষেত্রে রয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন রুয়ান্ডাকে তাদের অভিযানের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়েছিল। রুয়ান্ডার সঙ্গে বেলজিয়ামেরও বড় জ্বালানি চুক্তি রয়েছে।

অধিকারকর্মীদের অভিযোগ হলো, পশ্চিমাদের সঙ্গে খনিজ ও জ্বালানি চুক্তির মাধ্যমে রুয়ান্ডা কঙ্গোতে তাদের যুদ্ধের বৈধতা তৈরি করেছে।

গত সপ্তাহের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওসহ পশ্চিমা সরকারগুলো কাগামেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু তাদের আহ্বান শেষ পর্যন্তা কাগামে কতটা শুনবেন, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা, এখন তিনি তুরস্ক ও কাতারের মতো দেশগুলোকে বিকল্প বন্ধু ভাবছেন। এদিকে কঙ্গো সরকার বিচিত্র ধরনের সামরিক মিত্রতা গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়াতে তাদের সেনা পাঠিয়েছে। রুয়ান্ডার হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে তারা যুদ্ধ করছে। পূর্ব ইউরোপে কঙ্গো সেনাবাহিনীর সমর্থিত শত শত ভাড়াটে সেনা আত্মসমর্পণ করেছেন। পশ্চিমা কিছু কূটনীতিক এখন এই ভয় পাচ্ছেন যে কঙ্গোর সেনাবাহিনী এখন বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য রাশিয়ার সহযোগিতা চাইবে কি না।

পশ্চিমা কর্মকর্তাদের এখন তাঁদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে এম-২৩-কে রাজনৈতিক মীমাংসায় বসতে বাধ্য করতে হবে। সেটা করতে ব্যর্থ হলে কঙ্গোয় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হতে পারে, যেটা ১৯৯০ সালের মতো অনেকগুলো আঞ্চলিকি খেলোয়াড়কে ডেকে আনতে পারে। মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোয় সামরিক অভ্যুত্থান ও রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

*দিনো মাহতানি নিরপেক্ষ গবেষক ও লেখক*
*দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত*

## প্রথম নজর

# চাতক ফাউন্ডেশনের গুণীজন সমাবেশ ও সম্মাননা প্রদান

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** রবিবারসারা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি মঞ্চ আয়োজিত এবং চাতক ফাউন্ডেশন এর পরিচালনায় "আন্তর্জাতিক কবি সাহিত্যিক গুণীজন সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হল কলকাতার কলেজ স্কয়ারের দ্য বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে। এদিন ঠিক বেলা ১২ টার সময় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের সম্পাদক শেখ মফেজুল ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা ড. মীরাতুন নাহার। এদিনের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী তথা লিখিকা মিরাতুন নাহার বর্তমান বাংলা ভাষা, বাঙালির অস্তিত্ব এবং বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক সকলের সামনে আলোচনায় উপস্থাপন করেন।এদিন অনুষ্ঠানে "সারা বাংলা রত্ন সম্মান" এ সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট গবেষক প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি গোলাম রসুল ও বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ড. নাজিবুর রহমান কে । সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিকে অনুষ্ঠানে রাজ্যের চারজন কবিকে সারা বাংলা কবি সম্মান, সারা বাংলা সাহিত্যিক সম্মান, সারা বাংলা কবি সম্মান, সারা বাংলা সাংবাদিক সম্মান, এমন করে বাছাই করা মোট ৪৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এদিন সম্মাননা জানানো হয় । এছাড়া অনুষ্ঠানের উপস্থিত সকলকেই সাহিত্য সমাবেশ স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, ড. আব্দুল হাদী, ড. নুরুল ইসলাম, সমাজসেবী শেখ নুরুল ইসলাম, আসামের কবি রুবি গুপ্তা, সমাজকর্মী প্রধান শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, সমাজসেবী আশরাফ আলী, শিক্ষাব্রতী শামীম জাভেদ, সংগঠনের জনসংযোগ সম্পাদক অনিমা নাথ, এম এ সবুর, সাংবাদিক শেখ ইবাদুল ইসলাম । কবিতা পাঠ করেন জি এম আবু বক্কর, সুলতানা খান । সংগীত পরিবেশন করে তাসনিম হাসান, খালিদা খাতুন । এদিন চাতক প্রকাশন থেকে চারটি গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশও হয় ।

# মোস্তাক হোসেনের জীবন নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** সম্প্রতি ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রেস কর্নারে 'মোস্তাক হোসেন: জীবন ও ঐতিহ্য' শীর্ষক এক গবেষণা গ্রন্থের উদ্বোধন করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক উজ্জ্বল সিনহা ও প্রকাশক ফারুক আহমেদ। বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং সমাজসেবী মোস্তাক হোসেনকে নিয়ে লেখা এই গ্রন্থ উদ্বোধন করতে গিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মোস্তাক হোসেনের জীবনমুখী কার্যকলাপের কথা জেনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। তাঁর মতো মানুষ আজ বিরল। এমন জীবনদরদি ও মানবদরদি মানুষ এখন আমাদের খুব দরকার।' সাতশো কুড়ি পৃষ্ঠার এই সুবিশাল গ্রন্থে কলম ধরেছেন একশো সতেরো জন লেখক।লেখক তালিকায় যেমন রয়েছেন বর্ষীয়ান কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, গবেষক, তেমন রয়েছেন উদীয়মান প্রকাশক, সম্পাদক, প্রবন্ধকার, গবেষকরাও। মোস্তাক হোসেন এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব, যিনি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। গড়ে তুলেছেন 'পতাকা' সাম্রাজ্য। তবে ব্যক্তিগত সাফল্যে সীমায়িত হয়নি তাঁর জীবন। সমাজসেবা আর শিক্ষা প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

# জরি শিল্পী কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কলকাতা বইমেলায়

*আপনজন: জরি শিল্পী হলেও কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন সেখ রমজান আলী। রবিবার কলকাতা বইমেলায় আপনজন পাবলিকেশন থেকে তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষাদ প্রহার' প্রকাশিত হল। কাব্যগ্রন্থটির উদ্বোধনে লেখকের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট উপন্যাসিক ইসমাইল দরবেশ, শিক্ষাবিদ মুন্সী আবুল কাশেম, আপনজন সম্পাদক জাইদুল হক, সাংবাদিক আসিফ রেজা আনসারী, আইনজীবী আদম সফি খান, মঞ্জু লস্কর, শামিমা খাতুন প্রমুখ।*

# বইমেলায় উপন্যাস প্রকাশ

**নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা**

**আপনজন:** শনিবার এস বি আই অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পেয়েছে গৌতম ভট্টাচার্য ও দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের যৌথ উপন্যাস"দুঃসাহসের ইজারা"। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক সুখেন্দু হীরা র 'অন্য ভাবনা অন্য ভ্রমণ' বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে করণা প্রকাশণী থেকে। লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন তাহার শিক্ষক ড, রথীন্দ্রনাথ মিত্রকে যিনি তাকে লেখার জগতে প্রবেশ করিয়েছেন বলে যায়।

# বালুরঘাট পুরসভার চেক জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার আরো দু'জন

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:**দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার চেক জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার আরো দু'জন। এ বিষয়টি নিয়ে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে ১৪ লক্ষ টাকা গায়েব হয়ে যায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বালুরঘাট পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে। টাকা গায়েব হবার ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায় বালুরঘাট পুরসভায়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন, তিনটি চেকের ভিত্তিতে ওই টাকা গিয়েছে মোঃ ইশাক খান ও ওয়াসিম আকরাম শেখ নামে দুই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে। অথচ প্রকৃত চেক গুলি বালুরঘাট পুরসভাতে মজুত রয়েছে। পরবর্তীতে বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। যদিও পরবর্তীতে টাকা ফিরে পায় বালুরঘাট পৌরসভা। অন্যদিকে, তদন্তে নেমে ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জানা যায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা পুরো বিষয়টি স্বীকার করে নেন। তাঁরা জানান কখনো এটিএম আবার কখনো চেকের মাধ্যমে তারাই টাকা গুলো তুলেছিল।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'বালুরঘাট পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন থানায়। পুরসভার চেক জালিয়াতি করে কেউ প্রায় ১৪ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। তদন্তে নেমে আমরা জানতে পারি কলকাতার বউবাজার শাখা থেকে সেই টাকাগুলো তোলা হয়েছে। যে দু'জন ব্যক্তির একাউন্টে টাকা গুলো গিয়েছিল, সেই দুজনকে আমরা কলকাতা থেকে আটক করি। জিজ্ঞাসা বাদে তারা স্বীকার করেছে যে তারাই টাকাগুলো তুলেছে। আমরা জানতে পারি এই কাজে তাদের সহযোগিতা করেছিল ফজলুর রহমান ও পিংকি ওরফে রনৌক জাহানাত। ফজলুর রহমানকে মহেশতলা থানা এলাকা থেকে আটক করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পিংকি সহ আরো কয়েকজনের নাম জানা যায়।'

# আগামী প্রজন্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনার আহ্বান অধিবেশনে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** মূলত বাঙালি সমাজে শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষতার জন্য আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে গড়ে উঠেছিল অনুসন্ধান কলকাতা। প্রেক্ষিতটা তখন ছিল কিছুটা আলাদা। কোভিডের কবল থেকে মুক্ত হতে তখন আশ্রয় নেয়া হয়েছিল অনলাইন পড়াশোনা এবং সমস্ত ধরনের আলোচনার। দিন গড়িয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাঙ্গনে অনুসন্ধান আজ বিশেষ একটি নাম। শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বেচ্ছাশ্রম-ই নয়, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল কর্তৃপক্ষরাও আজ নিবিড়ভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন অনুসন্ধানের সঙ্গে শিক্ষা উৎকর্ষতার বিভিন্নমুখী কর্মসূচিতে। রবিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার হাতিয়াড়ায় অনুসন্ধান সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপরের কথাগুলি বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল বিভিন্ন বক্তাদের কথায়। বিগত বছরগুলিতে শিক্ষাকে আনন্দমুখী করার জন্য মূলত মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরেন অনুসন্ধান সোসাইটির সম্পাদক বিশিষ্ট গণিতের শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, সাহাবুল ইসলাম গাজী, ডঃ হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সোহেল ইকবাল, শুভজিৎ মাইতি, পান্থ মল্লিক প্রমুখ। এদিন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগামী বছরের জন্য এক বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অনুসন্ধান সোসাইটির মুখ্য পরামর্শদাতা বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক মতিউর রহমান খান বলেন, চলতি বছরে অনুসন্ধানের থিম থাকবে- আগামী প্রজন্ম : আমাদের ভাবনা। এই থিম নিয়ে গোটা বছর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা জানান তিনি। আগামী এপ্রিল মাসে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কর্মশালার জন্য এদিন বিশেষভাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেখ আহাসান আলী এবং অনুসন্ধান সোসাইটির সহ-সভাপতি ও বেস আন-নূর মডেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক খাদেমুল ইসলামকে। শিক্ষা প্রসারে আমাদের আরো চিন্তাভাবনার প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অনুসন্ধান সোসাইটিকে আরো তৎপর হতে হবে এবং বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গড়ে তোলার জন্য এদিন বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষিকা ডঃ উজ্জ্বলা সাহা রায়, মিতালী মুখার্জী, কাজী মোঃ হাবিব, আব্দুর রাজ্জাক, সিকান্দার মন্ডল, নাজিম মল্লিক, সুপ্রভাত ঘোষ, আসাদুজ্জামান প্রমুখ। এদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও লেখক আরফান আলী বিশ্বাস।

অনুসন্ধান সোসাইটির এ দিনের সভার আয়োজন করা হয়েছিল হাতিয়াড়ার হক মঞ্জিলে। এই বাড়িটিই ছিল হাতিয়াড়া সহ এতদ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎস স্থল। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা সহ একাধিক শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা এজাহারুল হকের শিক্ষা-প্রসারে আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তাঁরই পৌত্র বিশিষ্ট গণিতের শিক্ষক নায়ীমুল হক। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নাফিসা ইসমাত।

# প্রয়াস ট্রাস্টের কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার

**এম এস ইসলাম ● বর্ধমান**

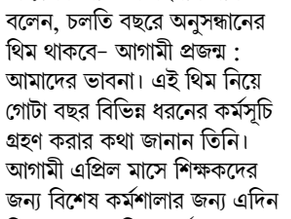

**আপনজন:**রাজ্যের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রয়াস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে এক জাঁকজমকপূর্ণ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সম্মানিত করতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু দাস (আই.সি., বর্ধমান সদর থানা), বনানী রায় (বর্ধমান মহিলা থানার প্রাক্তন ওসি), পূর্ব বর্ধমানের এসএইচজি অফিসার শামস তিবরেজ আনসারি, জাতীয় শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দত্ত, প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন, বর্ধমান হাই মাদ্রাসার সম্পাদক ওসমান গনি, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য আজিজুল হক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা।

প্রয়াস চ্যারিটেবল ট্রাস্ট রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সংস্থা কয়েকজন মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এবং বর্তমানে চিকিৎসা, শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনা মহামারির সময় তারা বিনামূল্যে ওষুধ, স্বাস্থ্য শিবির, খাদ্য বিতরণসহ নানা পরিষেবা দিয়েছে। এছাড়া আমফান ও বুলবুল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা দুর্গত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সংস্থার মূল কর্ণধার ডঃ গোলাম কিবরিয়া সমাজসেবার জন্য বহু স্বীকৃতি পেয়েছেন। অসহায় মানুষদের চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য তার অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বর্ধমান হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি উদ্বোধনী সংগীত ও উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে শুরু হয়। পরীক্ষায় ১১৪৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে ১৩৪ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।প্রথম স্থানাধিকারী: ২০০০ টাকা দ্বীতীয় স্থানাধিকারী: ১৫০০ টাকা ,তৃতীয় স্থানাধিকারী: ১০০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রথম ১৫ জন শিক্ষার্থী: ৫০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয় । শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়।

# উস্তিতে কৃষি, হস্তশিল্প মেলা

**নকিব উদ্দিন গাজী ● উস্তি**

**আপনজন:**২২ ফুট আখ ৮ থেকে ২০ কেজি কুমড়ো ১৬ কেজি লাউ একসঙ্গে ৫ কেজি আদার ছোড়া ছোট্ট গাছে দার্জিলিং এর কমলালেবু বিশাল আকৃতি মূলো ৮ থেকে ১০ কেজি ওজনের ওল হ্যাঁ এগুলো চাষীদের তৈরি সবজি যা মানুষের মন কেড়েছে কৃষকদের হাতের এই অফুরন্ত সবজি তার যে স্বাভাবিকের থেকে অস্বাভাবিক ওজন এবং বৃদ্ধি কেবল চাষীদের পরিচর্যায় হয়েছে। সেই সব জিনিস নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার শিরাকল কৃষি ও হস্তশিল্প মেলা হয়।

মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট পশ্চিম এলাকার শিরাকল নিউ ডায়মন্ড ক্লাবের উদ্যোগে এই কৃষি মেলা হয় যে মেলাতে বিভিন্ন স্টলের পাশাপাশি কৃষকদের তৈরি সবজি ফল এবং স্বনির্ভর দলের মহিলাদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র এই মেলাতে স্থান পায়। আর এই জিনিস দেখতে ভিড় জমিয়েছে এলাকার মানুষ। তারা কৃষি সামগ্রী দেখে অভিভূত।

# দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা

**আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার**

**আপনজন:** ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের নওশা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প।

দিন দুপুর বেলা একটা নাগাদ সেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শনে যান ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও সাকিব আহমেদ ডায়মন্ড হারবার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ একাধিক আধিকারিকেরা। মূলত লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে যে সমস্ত পরিষেবা গুলি সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি সঠিকভাবে সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা একদিকে যেমন সে বিষয়ে একাধিক আধিকারিক এর সাথে কথা বলেন ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও সাকিব আহমেদ ঠিক তেমনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে অন্যান্য মানুষদের ভরসা জোগাতে নিজেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান, অন্যদিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান ডায়মন্ডহারবার মহিলা থানার ওসি।

পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সাথেও তারা কথা বলেন। যাতে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন তারা।

# খতমে বুখারী আল ফালাহ মাহাদ মাদ্রাসায়

**এহসানুল হক ● বাদুড়িয়া**

**আপনজন:** জেলার বহুমুখী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে দুই সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আল ফালাহ মাহাদ মাদ্রাসা। যেটি অবস্থিত বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত আরশুল্লা এলাকায়। রবিবার সকাল ৯ টা থেকে মাদ্রাসার মসজিদ প্রাঙ্গণে এই খতমে বুখারী ও দুয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন মাদ্রাসার সম্পাদক মুফতি মাওলানা জুবায়ের কাশেমী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ পীরে কামেল আহমাদ আলী মুম্বাই। তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। পাশাপাশি বুখারী শরীফের শেষ হাদিসটি বর্ণনা করেন।কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেন ,আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের কথা কিভাবে পালন করবেন সেটি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলে গেছেন। আলেম উলামারা সেভাবেই কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান শেখাচ্ছেন, তাই পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার বিকল্প কিছু নেই।তিনি বুখারী শরীফের শেষ দারস দেন এবং ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মাদ্রাসার সম্পাদক, মুফতি জুবায়ের কাসেমী বলেন, আল ফালাহ মাহাদ ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে আজ যেমন দশজন মাওলানা বিভাগ পাশ করে পাগড়ি নিল, পাশাপাশি প্রায় ২১ জন হাফেজকে সংবর্ধিত করা হল। এদিন তিনি বলেন ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে এবার এই মাদ্রাসা থেকে প্রায় ৩৬ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বেশ কয়েকজন ছাত্র তারা পড়াশোনা করছে। আমরা চাই সে আরাবিক বিষয়ে যেমন পারদর্শী হবে ঠিক তেমনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আমরা তাকে ইংরেজি বাংলা বিষয়ক দক্ষ শিক্ষক দিয়ে পড়াশোনা করায়। আমাদের এই মাদ্রাসায় প্রায় ৪০০ জন ছাত্র পড়াশোনা করছে।তাই সবাইকে মাদ্রাসার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

# কামাত মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসার বার্ষিক সভা

**মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী**

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দুয়ারিন পোস্ট অফিসের অধীনস্থ কামাত মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসায় রবিবার এক বর্ণাঢ্য বাৎসরিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা কবিতা আবৃতি, বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় বক্তৃতা, গজল পরিবেশনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার প্রদর্শনী হিসেবে পরিণত হয়। কামাত মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা নয়, আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুনসুর আলাম জানান, "আজকের এই বাৎসরিক শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এ ধরনের আয়োজন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে সহায়ক।"

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা, আরবি ভাষায় কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, কবিতা আবৃতি এবং গজল পরিবেশনের মাধ্যমে তারা তাদের ভাষাগত দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচয় দেয়।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মদীনাতুল হুজ্জাজ পরিদর্শনে নওশাদ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** নিউ টাউনে মদীনাতুল হুজ্জাজে পুলিশ কর্মীদের থাকা অবস্থায় সেখানে শৌচাগারে মদের বোতল পাওয়া যাওয়া নিয়ে এবার সরজমিনে গেলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। রবিবার সেখানে যাওয়ার পর নওশাদ সাংবাদিকদের বলেন, কলকাতার নিউটাউনে হজযাত্রীদের আশ্রয়স্থল মদীনাতুল হুজ্জাজে মদের বোতল পাওয়া গেছে বলে কিছু খবর গতকাল থেকেই চোখে পড়ছিল। আজ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে আমি নিজেই ওজুখানার ডাস্টবিনে মদের বোতল দেখতে পেলাম। শুনেছি, আমার যাওয়ার আগে পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে সবকিছু খতিয়ে দেখে গেছেন। তারপরেও কি করে এই মদের বোতল পড়ে আছে, এটা বোধগম্য হচ্ছে না। শুনেছি এখানে পুলিশ আধিকারিকেরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমি মনে করি হাজিদের জন্য তৈরি হওয়া এই পবিত্র স্থান সরকারের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি ব্যবহার করা হয়ও, তাহলে জায়গাটির পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। অবিলম্বে এই অনাচার বন্ধ করা হোক।

# স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া**

**আপনজন:** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদয়ন সংঘের পরিচালনায় শিশু উৎসব, শীতবস্ত্র বিতরণ ও গুণীজনদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল বাদুড়িয়ার খাজরা পূর্বপাড়ায় । এ দিন দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদানের পাশাপাশি শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এই অনুষ্ঠান থেকে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ট্রাই সাইকেল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এসিএবি'র কনভেনার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার । উপস্থিত ছিলেন এসিএবির কনভেনার ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার, সমাজসেবী রফিকুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক মইনুর মণ্ডল প্রমুখ । নিজেদেরকে সমাজসেবার সঙ্গে নিয়োজিত রাখার আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বার্তা দেন।

# মানবাধিকার কর্মীসভা

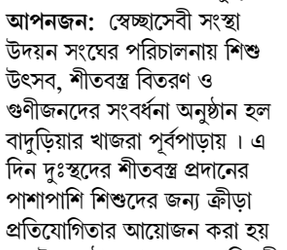

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি**

**আপনজন:** ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বড়া তেলিয়ার মোড় এম এম অটো মোবাইলের দ্বিতীয় তলায়। উপস্থিত ছিলেন আবু আফজাল জিন্না অল বেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি। আজিজ ওসমানী ফাউন্ডার চিফ সেক্রেটার। চন্দন মাহাল প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল বোর্ড।হাজী মইদুল মোল্লা মাইনোরিটি প্রেসিডেন্ট হুগলি। সৈয়দ মোর্তজা আলী ভাইস প্রেসিডেন্ট।উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিয় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন আবু আফজাল জিন্না। তিনি প্রশংসা করেন এই সংগঠনের।

# মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

*একদিন-একদিন করে কমে আসছে! আর উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এবারের মাধ্যমিক। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সব কিছু মিলিয়ে নেওয়ার পালা। বাংলার রচনা, ইংরেজির আনসিন, ইতিহাসের বড়ো প্রশ্ন, ভূগোলের ম্যাপ-পয়েন্টিং, জীবন বিজ্ঞানের আঁকা, অংকের সম্পাদ্য-উপপাদ্য-এক্সট্রা, ভৌত বিজ্ঞানের সমীকরণ- সব একদম ঠিক-ঠাক আছে কিনা, তা মিলিয়ে নেওয়ার এটাই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।*
*বছরভর আপনজনের স্টাডি-পয়েন্টে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ধরনের সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশ হয়েছে। এবার তাই প্রস্তুতির এক্কেবারে শেষ পর্বে ৭ দিনে থাকবে সাতটি বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র। তোমাদের প্রস্তুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে ক্ষতি কী! কাজে লেগে যেতেই পারে! আশা করি, কাজে লাগবে। সকলকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন।।*

**সৌজন্যে: ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী**

## মক টেস্ট

**জীবন বিজ্ঞান**
**LIFE SCIENCE**
**Time- Three Hours Fifteen Minutes**
*(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)*
**Full Marks - 90**
*Special credit will be given for answers which are brief and to the point.*
*Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.*
(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

**বিভাগ-'ক'**

**(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)**

**১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যা সহ লেখ। ১×১৫=১৫**

১.১ অ্যাড্রিনালিন হরমোনের কার্য সম্পর্কিত নীচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক ?
ক) হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও হার্দ উৎপাদ কমায়
খ) হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ কমালেও হার্দ উৎপাদ বাড়ায়
গ) হৃদস্পন্দন , রক্তচাপ ও হার্দ উৎপাদ বাড়ায়
ঘ) হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়ালেও হার্দ উৎপাদ কমায়

১.২ অপটিক, হাইপোগ্লাসাল, ভেগাস, ট্রাইজেমিনাল, ট্রকলিয়ার, অকিউলোমোটর - এই করোটিক স্নায়ু গুলোর মধ্যে মিশ্র স্নায়ুর সংখ্যা কত ?
ক) 3 খ) 5
গ) 1 ঘ) 2

১.৩ দূরবর্তী স্থানে কোনো বস্তু দেখার ক্ষেত্রে উপযোজন কিভাবে সম্পন্ন হয় ?
ক) সিলিয়ারি পেশির সংকোচন - সাসপেন্সারি লিগামেন্টের প্রসারণ - লেন্সের বক্রতা বৃদ্ধি - লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া - রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া ।
খ) সিলিয়ারি পেশির প্রসারণ - সাসপেন্সারি লিগামেন্টের সংকোচন - লেন্সের বক্রতা হ্রাস - লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া - রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া ।
গ) সিলিয়ারি পেশির প্রসারণ - সাসপেন্সারি লিগামেন্টের সংকোচন - লেন্সের বক্রতা বৃদ্ধি - লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া - রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া।
ঘ) সিলিয়ারি পেশির সংকোচন - সাসপেন্সারি লিগামেন্টের প্রসারণ - লেন্সের বক্রতা হ্রাস - লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া - রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া।

১.৪ ইন্টারফেজের G1 দশায় -
ক) বেম তন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়
খ) DNA পলিমারেজ উৎসেচক সংশ্লেষিত হয়
গ) DNA সংশ্লেষিত হয়
ঘ) DNA এর সাথে হিস্টোন প্রোটিন যুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম গঠনের সূচনা হয়

১.৫ নীচের কোন্ জোড়টি সঠিক ?
ক) প্রোথ্যালাস – 2n খ) রেনুস্থলী - n
গ) পুংধানী – n ঘ) সোরাস - n

১.৬ অযৌন জনন ও যৌন জননের মধ্যে নীচের পার্থক্যগুলো বিবেচনা করো এবং কোনগুলো সঠিক তা বেছে নাও -

| | অযৌন জনন | যৌন জনন |
|---|---|---|
| i) | দুটি ভিন্ন লিঙ্গের জীবের প্রয়োজন হয়। | কেবলমাত্র একটি জীবের প্রয়োজন হয়। |
| ii) | গ্যামেট উৎপাদন মিয়োসিস নির্ভর। | রেণু উৎপাদন অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস বা মিয়োসিস পদ্ধতিতে হতে পারে। |
| iii) | অযৌন জননের একক হলো রেণু। | যৌন জননের একক হলো গ্যামেট। |
| iv) | ভেদ বা প্রকরণ না ঘটায় নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাগম ঘটে না। | ভেদ বা প্রকরণ ঘটায় নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাগম ঘটে। |

ক) iii, iv খ) i, ii
গ) ii, iii ঘ) i, iii

১.৭ রোলার জিহ্বার জন্য দায়ী R জিন ও স্বাভাবিক জিহ্বার জন্য দায়ী r প্রচ্ছন্ন জিন। তবে কারা জিহ্বা রোল করতে পারবে ?
ক) RR জিনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তি খ) Rr জিনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তি
গ) rr জিনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তি ঘ) RR ও Rr জিনোটাইপ যুক্ত ব্যক্তি

১.৮ একজন পুরুষ ও একজন মহিলার বিবাহের পুত্র এবং কন্যা সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা কত ?
ক) 1:1 খ) 1:2
গ) 2:1 ঘ) 1:0

১.৯ yyRr ও YyRR জিনোটাইপ যুক্ত মটর উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত গ্যামেটের ধরণ-
ক) 2,1 খ) 1,2
গ) 2,2 ঘ) 1,1

১.১০ নীচের কোন্ ক্রমটি সঠিক ?
ক) ইয়োহিপপাস - মেরিচিপপাস - মেসোহিপপাস- প্লায়োহিপপাস - ইক্যুয়াস
খ) ইয়োহিপপাস-মেসোহিপপাস-প্লায়োহিপপাস- মেরিচিপপাস-ইক্যুয়াস
গ) ইয়োহিপপাস-মেসোহিপপাস-মেরিচিপপাস- প্লায়োহিপপাস-ইক্যুয়াস
ঘ) ইয়োহিপপাস-প্লায়োহিপপাস-মেসোহিপপাস-মেরিচিপপাস-ইক্যুয়াস

১.১১ প্রদত্ত কোন্ জোড়াটি সমসংস্থ অংগ নয় ?
ক) বাদুড়ের ডানা ও পাখির ডানা খ) বাদুড়ের ডানা ও মানুষের হাত
গ) বাদুড়ের ডানা ও পতঙ্গের ডানা ঘ) বাদুরের ডানা ও ঘোড়ার অগ্রপদ

১.১২ নীচের কোনটি ডারউইনের তত্ত্বের একটি প্রত্যক্ষণ ?
ক) অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম খ) প্রকরণ
গ) যোগ্যতমের উদবর্তন ঘ) প্রাকৃতিক নির্বাচন

১.১৩ বায়ুদূষণ সম্পর্কিত নীচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয় ?
ক) বায়ু দূষণের কারণ হল SPM ও গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ
খ) বায়ুদূষণের ফলে ইউট্রফিকেশন ঘটে
গ) বায়ুদূষণের ফলে অ্যাজমা ও ক্যান্সার রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়
ঘ) বায়ুদূষণের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কিত

১.১৪ রেডপান্ডার সংখ্যাহ্রাসের কারণ সম্পর্কিত নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয়?
ক) উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানের সংকট
খ) প্রজনন সঙ্গীর অভাবে বংশবিস্তারের হার কমে যাওয়া
গ) চোরাশিকারদের হাতে নির্বিচারে হত্যা
ঘ) বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ

১.১৫ নাইট্রোজেন চক্রের নাইট্রিফিকেশন ধাপে কোন্ ঘটনা ঘটে ?
ক) মৃত জীবদেহের প্রোটিন বিয়োজিত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন
খ) অ্যামোনিয়ার প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেটে রূপান্তর
গ) নাইট্রেটের অ্যামোনিয়াতে রূপান্তর
ঘ) নাইট্রেটের নাইট্রোজেনে রূপান্তর

**বিভাগ খ**

**২। নিচের ২৬ টি প্রশ্ন থেকে ২১ টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো – ১×২১=২১**

নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানগুলোতে উপযুক্ত শব্দ বসাও (যেকোনো পাঁচটি)

২.১ _____ পেশি এক্সটেনশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। **১×৫=৫**
২.২ অ্যানাফেজ দশায় _____ এর বিভাজন ঘটে।
২.৩ কালো গাত্রবর্ণ ও অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের জিনোটাইপ হলো _____।
২.৪ মিলার ও উরের পরীক্ষায় অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন ছাড়া _____ গ্যাস বিক্রিয়ক রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল ।
২.৫ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সুন্দরবনের _____র নিমজ্জন ঘটছে ।
২.৬_____ ধ্বংস হলে বায়ুদূষণ বাড়ে ।

নীচের বাক্যগুলো সত্য অথবা মিথ্যা, নিরূপণ করো (যেকোন পাঁচটি) **১×৫=৫**

২.৭ স্বোয়ান কোশ মায়েলিন শিথ সংশ্লেষ করে।
২.৮ বয়:সন্ধি দশায় অস্টিওপোরোপিস উপসর্গ দেখা যায়।
২.৯ সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট স্থানে থাকা বিকল্প চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী জিনকে অ্যালিল বলে ।
২.১০ জাতিজনি ব্যক্তিজনিকে পুনরাবৃত্তি করে।

২.১১ ক্রায়োসংরক্ষণে কম তাপমাত্রায় উৎসেচকের ক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে বস্তুর গুণাগুণ বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

২.১২ প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্রুত, ঐচ্ছিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।
A স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে B স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতাবিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়টি পুনরায় লেখো (যেকোনো পাঁচটি)

| A স্তম্ভ | B স্তম্ভ |
|---|---|
| ২.১৩ CSF | ক) দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমায় |
| ২.১৪ প্রাণীকোশের সাইটোকাইনেসিস | খ) খর্বধাবকের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি |
| ২.১৫ হিমোফিলিয়া | গ) পত্রকিনারা থেকে নির্গত অস্থানিক মুকুলের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি |
| ২.১৬ পায়রার বায়ুথলি | ঘ) X- ক্রোমোজোম বাহিত প্রচ্ছন্ন জিন ঘটিত রোগ |
| ২.১৭ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা | ঙ) মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ, সাব অ্যারাকনরেড স্থান ও সুষুম্না কাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালী |
| ২.১৮ পাথরকুচি | চ) অরণ্যধ্বংস ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় |
| | ছ) ক্লিভেজ |

একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোন ছয়টি)- **১×৬=৬**

২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেশি লেখ-
মায়োপিয়া, ক্যাটারাক্ট, প্রেসবায়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া

২.২০ একই গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে পরস্পর বিপরীত ধর্মী কাজ করে এমন একটি হরমোন জোড়ের উদাহরণ দাও।

২.২১ নিচের প্রথম শব্দজোড়টি সম্পর্কে বুঝে দ্বিতীয় শব্দজোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও-
ফটোন্যাস্টিক চলন : সূর্যমুখী :: সিসমোন্যাস্টিক চলন : _____

২.২২ পুরুষকে হেটেরোগ্যামেট্রিক সেক্স বলা হয় কেন?

২.২৩ BBRr ও BbRR জেনোটাইপ -এর মধ্যে মিল কোথায়?

২.২৪ সমসংস্থ অঙ্গ কোন বিবর্তনকে নির্দেশ করে?

২.২৫ নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে কোন তিনটি অপর বিষয়ের অন্তর্গত। সেই বিষয়টি খুঁজে বার কর এবং লেখো।
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, র‍্যা ফ্লেশিয়া, সুন্দাল্যান্ড, ম্যানগ্রোভ অরণ্য

২.২৬ 'পশুর চামড়ার লোভে চোরাশিকার হয় এবং জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাস পায়।' -এর স্বপক্ষে একটি উদাহরণ দাও।

## বিভাগ -গ

**৩. নীচের ১৭ টি প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১২ টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো। ২×১২=২৪**

৩.১ কোন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ দেখা গেলে বা কাজ ব্যাহত হলে তার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ অংশের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?
অ) ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা আ) মূত্রত্যাগ
ই) স্মৃতি ঈ) হৃদস্পন্দন, ঘাম নিঃসরণ

৩.২ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অক্সিন হরমোনের ভূমিকা কী কী?

৩.৩ হরমোনের ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৩.৪ স্নায়ুকোশ, স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

৩.৫ ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমোটিনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের পার্থক্য নিরূপণ কর-
● রং ধারণ, ● সক্রিয়তা, ● কুন্ডলী, ● প্রোটিন সংশ্লেষ

৩.৬ মাইটোসিসের প্রোফেজ ও টেলোফেজ দশায় কী কী বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে?

৩.৭ মাইক্রোপ্রপাগেশন কীভাবে সম্পন্ন হয়?

৩.৮ বংশগতি সংক্রান্ত নীচের শব্দ দুটি ব্যাখ্যা করো-
- প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য
- হোমোজাইগাস ও হেটেরোজাইগাস

৩.৯ একটি অমসৃণ ও কালো বর্ণের লোমের ও একটি মসৃণ সাদা বর্ণের লোমযুক্ত গিনিপিগের ক্ষেত্রে দ্বি সংকর জননের ফলে প্রাপ্ত ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ অনুপাত সারণির সাহায্যে দেখাও।

৩.১০ কোন একটি বাসস্থানের মানব জনগোষ্ঠীতে অনুসন্ধান চালিয়ে অটোজোম ঘটিত কী কী প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?

৩.১১ বন্যার পর কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীদের মধ্যে কী কী ধরনের জীবনসংগ্রাম দেখা যেতে পারে?

৩.১২ উটের জলক্ষয় সহন ক্ষমতা জনিত অভিযোজনে RBC -এর ভূমিকা আলোচনা কর।

৩.১৩ ডারউইনের তত্ত্বের একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল- অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি। দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

৩.১৪ রাইজোবিয়াম ও সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন চক্রের বিপরীতমুখী ভূমিকা পালন করে" -বক্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৩.১৫ ইউট্রফিকেশন ও জীববিবর্ধনের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি বিষয় তুলনা করো-
● কারণ ও ● ফলাফল

৩ ১৬ বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ কীভাবে জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা ধ্বংস করে তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৩.১৭ খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্য ব্যাঘাত কীভাবে সুন্দরবনের পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা মূল্যায়ন করো।

৪.৩ "মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই"- একটি ক্রশের সাহায্যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করো। মটরগাছের বীজ সংক্রান্ত দুই জোড়া প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩+২=৫

**অথবা,**

জেনেটিক কাউন্সেলিং কিভাবে সমাজ থেকে বংশগত রোগ নিরাময়ে সহায়তা হতে পারে? "অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ অনুপাত অভিন্ন হয়" - একটি উদাহরণ এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ২+৩=৫

৪.৪ জীবের ধারাবাহিক বিবর্তনে কী কী ঘটনা ঘটেছে তা সারণির সাহায্যে দেখাও।

**অথবা,** ৫

মৌমাছির বার্তা আদান-প্রদান চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। নিষ্ক্রিয় অঙ্গের অভিব্যক্তিগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩+২=৫

৪.৫ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে JFM -এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। পূর্ব হিমালয় জীববৈচিত্র্য হটস্পট এর সংকটাপন্ন জীবের তালিকা তৈরি করো। ২+৩

**অথবা,**

মানব শরীরে ও পরিবেশে শব্দ দূষণের ফলাফল কী কী? বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা উদাহরণ এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ২+৩

৪.৬ কী কী সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে? সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের একটি পরিবেশগত সমস্যা হলো দূষণ। দূষণ উৎসের একটি মানস মানচিত্র নির্মাণ করো। ৩+২=৫

**অথবা,**

নাইট্রোজেন চক্র ব্যাহত হলে কী কী পরিবেশগত সমস্যা হতে পারে?
বায়ুদূষণকারী SPM -এর একটি তালিকা তৈরি করো। ৩+২=৫

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

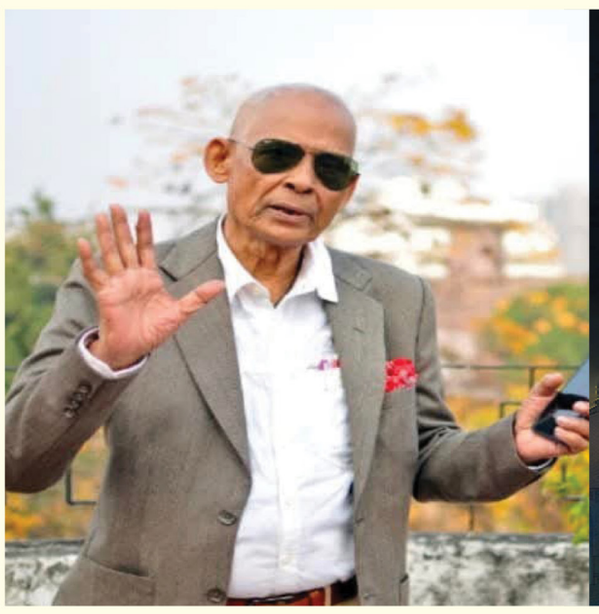

উদ্বোধন: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বিকাল ৩টায়

আপনজন পাবলিকেশন

আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

কলকাতা বইমেলায় স্টল নং:
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

এস এম শামসুদ্দিন

পাঠ করুন
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক
এস এম শামসুদ্দিন-এর উপন্যাস
'আলিমার খুলা তালাক'।
দরিদ্র পরিবারের এক সাহসী নারীর জীবন সংগ্রাম ও উত্তরণ নিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজের চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে এক বাস্তবধর্মী উপন্যাস।

সংগ্রহ করুন
INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR
৪৮তম আন্তর্জাতিক
কলকাতা বইমেলা ২০২৫
আপনজন পাবলিকেশন -এর
স্টল নং ৪০০

মূল্য : ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক
আবাবিল বুকস্
জী জে খান রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯
নিউ লেখা প্রকাশনী
বর্ণপরিচয় মার্কেট-এর বিপরীত দিকে,
৩নং গেট কলেজ রো,
কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

সকলকে স্বাগত

# আবারও মাইলফলক গড়া সালাহর জাদুতে লিভারপুলের জয়

**আপনজন ডেস্ক:** প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে অন্যতম চমকের নাম বোর্নমাউথ। পয়েন্ট তালিকার তিনে থাকা নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ৫ গোল দিয়েছিল তারা। লিগে এর আগে ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকেও হারিয়েছিল দলটি।

এমন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে শনিবার রাতে লিভারপুলের পরীক্ষাটা কঠিনই মনে হচ্ছিল। ম্যাচজুড়ে বিভিন্ন সময় চ্যালেঞ্জে অবশ্য লিভারপুল পড়েছিল ঠিকই। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জ ঠিকই উতরে গেছে আর্নে স্লটের দল। মোহাম্মদ সালাহর জোড়া গোলে বোর্নমাউথের বিপক্ষে লিভারপুল জিতেছে ২-০ গোলে।

দারুণ ছন্দে থাকা সালাহ এই ম্যাচে প্রথম গোলটি করেই নাম লেখান দারুণ এক মাইলফলকে। এটি ছিল ইউরোপে সব দল মিলিয়ে সালাহর ৩০০তম গোল। এই ম্যাচ শেষে যা হয়েছে ৩০১। আর লিভারপুলের জার্সিতে সালাহর গোলসংখ্যা এখন ২৩৬। এর মধ্য দিয়ে প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে সালাহর গোলসংখ্যা এখন ২১।

এ নিয়ে লিভারপুলের হয়ে পাঁচ মৌসুমে লিগে ২০ বা তার বেশি গোল করলেন সালাহ। এর আগে ২০১৭-১৮ (৩২), ২০১৮-১৯ (২২), ২০২০-২১ (২২) ও ২০২১-২২ (২৩) মৌসুমে এই কীর্তি গড়েছিলেন সালাহ। সালাহ ছাড়া ৫ বা তার বেশি মৌসুমে ২০ বা তার বেশি গোল করার কীর্তি গড়েছিলেন অ্যালান শিয়ারার (৭ বার), সের্হিও আগুয়েরো (৬ বার), হ্যারি কেইন (৬ বার) ও থিয়েরি অঁরি (৫ বার)।

বোর্নমাউথের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে দুই দল। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে দুই দলই চেষ্টা করে সুযোগ তৈরির চেষ্টা। দুই দলের এমন আগ্রাসী মানসিকতার কারণে ম্যাচ শুরু থেকেই ছিল গতিময়। তবে কাছাকাছি গিয়েও বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল দুই দল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ৩০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লিভারপুলকে প্রথম গোল এনে দেন সালাহ।

এরপর বোর্নমাউথ চেষ্টা করেছিল ম্যাচে ফেরার কিন্তু মেলেনি গোলের দেখা। বিরতির পরও একই গতিতে খেলার চেষ্টা করে দুই দল। কিন্তু এবারও দুই দলের মধ্যে বড় ব্যবধান গড়ে দেন সালাহ। ৭৫ মিনিটে দারুণ এক শটে লক্ষ্য ভেদ করে বোর্নমাউথের ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেন এই মিসরীয় তারকা। এই দুই গোলের জয় নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়ে 'অল রেড'রা।

রাতের অন্য ম্যাচে ব্রাইটনকে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে নটিংহাম ফরেস্ট। ক্রিস উডের দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে ব্রাইটনে নটিংহাম উড়িয়ে দিয়েছে ৭-০ গোলে। একই রাতে লেস্টারের বিপক্ষে এভারটন জিতেছে ৪-০ গোলে। আর নিউক্যাসল ২-১ গোলে হেরেছে ফুলহামের কাছে।

প্রতিপক্ষের মাঠে পাওয়া জয়ে ২৩ ম্যাচে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৫৬। অন্যদিকে ৭ নম্বরে থাকা বোর্নমাউথের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৪০। ব্রাইটনের বিপক্ষে জেতা নটিংহাম ফরেস্ট আছে তিনে। ২৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪৭। এক ম্যাচ কম খেলে নটিংহামের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দুইয়ে আছে আর্সেনাল। কাল গানাররা মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটির।

# অভিষেক শর্মার রেকর্ডে পিষ্ট ইংল্যান্ডের রেকর্ড হার

**আপনজন ডেস্ক:** জফরা আর্চারের করা ইনিংসের প্রথম বলটাতেই পুল করে ছক্কা মেরে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। ওভারের শেষ দুই বলে সেই স্যামসন ছক্কা-চারে নিলেন আরও ১০ রান। ১৬ রানের প্রথম ওভার।

দ্বিতীয় ওভারে স্যামসনের বিদায়ের পর দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ভারতের আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা। ১৮তম ওভারে এই বাঁহাতি ফিরলেন একগাদা রেকর্ড সঙ্গী করে।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ৫৪ বলেই ১৩৫ রান করেছেন অভিষেক।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়া অভিষেক ছক্কার রেকর্ডও ভেঙেছেন, মেরেছেন ১৩টি ছক্কা।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়া অভিষেক ছক্কার রেকর্ডও ভেঙেছেন, মেরেছেন ১৩টি ছক্কা।

আগেই সিরিজ জিতে নেওয়া ভারত ৯ উইকেট হারিয়ে করে ২৪৭ রান। টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের এটিই সর্বোচ্চ। আর ১ রান পেলেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সব দল মিলিয়ে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটা ছুঁতে পারেনি ভারত। ২০১৩ সালে সাউদাম্পটনে ২৪৮ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

রান তাড়ায় ১০.৩ ওভারে ৯৭ রানে অলআউট হয়ে ১৫০ রানে হেরেছে ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টিতে রানের হিসাবে ইংল্যান্ডের এটিই সবচেয়ে বড় হার। আগের রেকর্ডটাও ভারতের বিপক্ষেই ছিল, ২০১২ বিশ্বকাপে কলম্বোয় ৯০ রানে। দুটি রেকর্ড ভাঙা অভিষেক ভারতের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটাও অল্পের জন্য নিজের করে নিতে পারেননি। ৩২ বলেই ৯৪ রান করে ফেলা অভিষেকে হুমকির মুখে ফেলেছিলেন রোহিত শর্মার ৩৫ বলে করা সেঞ্চুরির রেকর্ডকে। তবে পরের দুই বলে রান নিতে না পেরে সেই সুযোগ হারানো অভিষেক সেঞ্চুরি ছুঁয়েছেন ৩৭তম বলে। ভারতের হয়ে যা এই সংস্করণে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।

১৮তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আদিল রশিদকে ছক্কা মেরে টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার রেকর্ডে শুবমান গিলকে দুইয়ে নামিয়ে দেন অভিষেক। ২০২৩ সালে আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অপরাজিত ১২৬ রান করেছিলেন গিল।

এর আগে ইনিংসের ১১তম ছক্কাটি মেরে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েন অভিষেক। ১০টি করে ছক্কা মেরে এত দিন রেকর্ডটা ভাগাভাগি করেছেন রোহিত শর্মা, সঞ্জু স্যামসন ও তিলক বর্মা।

ভারতের ইনিংসে অভিষেকের পর ১৩ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন শিবম দুবে। রান তাড়ায় ১০.৩ ওভারেই ৯৭ রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। অর্ধেকের বেশি রানই করেছেন ওপেনার ফিল সল্ট (২৩ বলে ৫৫)। ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের সেরা বোলার মোহাম্মদ সামি।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

ভারত: ২০ ওভারে ২৪৭/৯ (অভিষেক ১৩৫, দুবে ৩০, বর্মা ২৪; কার্স ৩/৩৮, উড ২/৩২)। ইংল্যান্ড: ১০.৩ ওভারে ৯৭ (সল্ট ৫৫, বেথেল ১০; শামি ৩/২৫, অভিষেক ২/৩, দুবে ২/১১, চক্রবর্তী ২/২৫)। ফল: ভারত ১৫০ রানে জয়ী। সিরিজ: ৫-ম্যাচ সিরিজে ভারতে ৪-১-এ জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: অভিষেক শর্মা ম্যান অব দ্য সিরিজ: বরুণ চক্রবর্তী

# লা লিগা: কষ্টের জয়ে শিরোপা লড়াই জমিয়ে দিল বার্সেলোনা

**আপনজন ডেস্ক:** লা লিগায় গতকাল রাতে এস্পানিওলের কাছে রিয়াল মাদ্রিদের হারে আজ বার্সেলোনার সামনে সুযোগ ছিল পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে আনার। অবনমন অঞ্চলের দল আলাভেসের বিপক্ষে খেলা বলে খানিকটা স্বস্তিই হয়তো ছিল বার্সা শিবিরে। তবে এদিন মাঠের চিত্রটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। স্বাগতিক বার্সাকে ম্যাচজুড়ে বেশ চাপেই রাখে আলাভেস। যদিও আজ শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি পয়েন্ট ঠিকই আদায় করে নিয়েছে কাতালান ক্লাবটি। স্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে পাওয়া বার্সার এই জয় লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে নিয়ে এসেছে নতুন রোমাঞ্চ। বর্তমানে ২২ ম্যাচ খেলে সবার ওপরে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৪৯। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট এখন ৪৫। আর দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৪৮। অর্থাৎ শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে বার্সা এখন পিছিয়ে আছে ৪ পয়েন্টে। আর আতলেতিকোর সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ৩। পয়েন্ট তালিকার এমন চিত্র সামনের দিনগুলোয় লা লিগায় হাড্ডাহাড্ডি শিরোপা লড়াইয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘরের মাঠে বার্সা অবশ্য জয়টা একেবারেই অনায়াসে পায়নি। ম্যাচজুড়ে বলের দখল ও আক্রমণে বার্সা এগিয়ে থাকলেও, সুযোগ তৈরি করতে বেগ পেতে হচ্ছিল স্বাগতিক আক্রমণভাগকে। এর মধ্যে চোট নিয়ে ম্যাচের শুরুতে গাভি মাঠ ছাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ বার্সার জন্য। প্রথমার্ধে ধুঁকতে থাকা বার্সা তো একটির বেশি লক্ষ্যে শটও নিতে পারেনি। এ সময় আলাভেসের রক্ষণও ছিল বেশ দৃঢ়।

বিরতির পর গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে বার্সা। শেষ পর্যন্ত রবার্ট লেভানডফস্কির দারুণ এক গোলে ডেডলক ভাঙে কাতালান ক্লাবটি। এবারের লিগে পোলিশ তারকার এটি ১৭তম গোল। এগিয়ে যাওয়ার পর গোলের আরও কিছু সুযোগ তৈরি করে বার্সা।

# ভারত কি ভুলে গিয়েছিল এটা আইপিএল নয়, আন্তর্জাতিক ম্যাচ, এবার প্রশ্ন অশ্বিনের

**আপনজন ডেস্ক:** এক ম্যাচ হাতে রেখেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। মুম্বাইয়ে আজ শেষ ম্যাচটা তাই নিছক আনুষ্ঠানিকতার। সিরিজ নিয়ে উত্তেজনা মিইয়ে গেলেও একটা বিতর্কের রেশ এখনো কাটেনি। কোন বিতর্কের কথা বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝেছেন! পরশু রাতে পুনেতে যে ম্যাচ জিতে সিরিজ মুঠোয় পুরেছে ভারত, সেই ম্যাচে তারা ১২ জন নিয়ে খেলেছে বলে দাবি করেছে ইংল্যান্ড। সফরকারী দলের এমন দাবিকে রবিচন্দ্রন অশ্বিনও সঠিক মনে করছেন। ভারতের সাবেক স্পিনার বলেছেন, ভারতীয় দল ভুলেই গিয়েছিল এটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আইপিএল নয় যে চাইলেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার খেলাতে পারবে। এ ঘটনায় ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারি ও আম্পায়ারদেরও দুষেছেন অশ্বিন। আইসিসির কনকাশন বদলির নিয়ম অনুযায়ী, মাথায় আঘাত পাওয়া কারও পরিবর্তে যাঁকে নেওয়া হবে, সেই খেলোয়াড়ের ভূমিকাও আঘাত পাওয়া খেলোয়াড়ের মতো হতে হবে। এই বদলিতে দল যেন অতিরিক্ত সুবিধা না পায়, সেই বিষয়ের কথাও নিয়মে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেদিনের ম্যাচে ভারতের ইনিংসের শেষ দিকে ব্যাটিং অলরাউন্ডার শিবম দুবের হেলমেটে বল লাগলে সতর্কতা হিসেবে তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়। দুবের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় হর্ষিত রানার, যিনি একজন ফাস্ট বোলার। দুবে মাঠ ছাড়ার আগে ব্যাট হাতে ৫৩ রান করেন। পরে তাঁর জায়গায় বোলিং করতে নেমে হর্ষিত নেন ৩ উইকেট, যা ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিতে বড় ভূমিকা রাখে। দুজন ভিন্ন ধরনের ক্রিকেটার হলেও ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথ দুবের বদলি হিসেবে হর্ষিতকে খেলানোর অনুমতি দেন।

# 'টেস্ট ক্রিকেটই আমার সব': মহ: সিরাজ

**আপনজন ডেস্ক:** প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল মহঃ সিরাজ রাজ্যের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন। বৃহস্পতিবার নাগপুরের ভিসিএ স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদের শেষ রঞ্জি ট্রফি খেলতে নামেন তিনি। গেমের বিরতির সময় স্পোর্টস্টারের সাথে ফাস্ট বোলার তার দীর্ঘদিন পর খেলার অনুভূতি ভাগ করে নিলেন। "রেড-বল ক্রিকেট আমার আবেগ, টেস্ট ক্রিকেট যে ওনার কাছে সমস্ত কিছু তা ওর কথায় স্পষ্ট, হায়দরাবাদী খেলোয়াড় মন্তব্য করেছেন। এই রঞ্জি ট্রফি মরসুমের চূড়ান্ত দুটি রাউন্ডে, বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় খেলোয়াড়, যেমন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা বেশ কয়েক বছর পরে ঘরোয়া ক্রিকেটে যোগদান করেছেন। সিরাজ মনে করেন বিসিসিআইয়ের নির্দেশনা সিনিয়র খেলোয়াড়দের টুর্নামেন্টে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ওনাদের উপস্থিতি দলের তরুণ সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে। তারা বিরাট ভাই এবং রোহিত ভাইয়ের সাথে ড্রেসিংরুম ভাগ করেও একটি উত্সাহ অর্জন করবে। "এটি তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি ইতিবাচক বিকাশের ইঙ্গিত দেয়," তিনি মন্তব্য করেছিলেন। "আমি কেবল এই অনুধাবনে আনন্দ করি যে আমি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার আমার স্বপ্নটি পূরণ করছি।" সিরাজ তার হায়দরাবাদ সতীর্থদের জন্য প্রশংসা প্রকাশ করেছেন, যাদের বেশিরভাগই এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো শীর্ষ ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছেন। "[হায়দরাবাদ] এর খেলোয়াড়রা একটি দুর্দান্ত মানসিকতা প্রদর্শন করে।" তারা দলের জন্য তাদের জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সিরাজ নাগপুরে দুটি ইনিংসে চারটি উইকেট নিয়েছিলেন এবং ফলাফল নির্ধারণের ঠিক আগে, চতুর্থদিন সকালে কিছু তার বলের জাদু দিয়ে শ্রোতাদের আনন্দিত করেছিলেন। তবুও, পেসার নির্দিষ্ট আম্পায়ারিং কল সম্পর্কে তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেনম্যাচের শেষে। "উভয় দলের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ছিল, তবুও আম্পায়াররা এই খেলাটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল," 30 বছর বয়সী এই খেলোয়াড় আরও জানান যে, আমি স্বীকার করেছি যে তারা মানুষ এবং ভুল করতে পারে, তবে একটি ম্যাচে ছয় বা সাতটি ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া অগ্রহণযোগ্য।

# সফল ভাবে সম্পন্ন হল এবি কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার এর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোনের সভাপতি মাসুম আলী আহমেদের নেতৃত্বে এবি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয় গত শনিবার তার ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হয় রবিবার সন্ধ্যায় ,এদিনের খেলায় জয়ী হয় টি আর ইলেভেন দল জয়ী দলকে নগর তিরিশ হাজার টাকা সহ ট্রফি দেওয়া হয়।এদিনের খেলার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মইনুল হাসান, হরিহরপাড়ার বিধায়ক হাজী নিয়ামত শেখ, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি আবুল কাওসার, প্রাক্তন জেলা যুবা সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ করিম, ফ্যামের রাজ্য সম্পাদক নাসির উদ্দিন শেখ, প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আতাউল হক, ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম,জেলা কমিটির সদস্য তুহিন হোসেন সহ পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ দলীয় জনপ্রতিনিধি গণ।

# আল মাসুম একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** বর্ধমান শহরের একমাত্র ইসলামিক ভাবধারায় শিশুদের পড়াশোনা করার স্কুল আল মাসুম একাডেমি ।এই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো শোলাপুকুর মাদ্রাসার নিকটস্থ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের "খেলা হবে মাঠে"। প্রবল কুয়াশার কারণে খেলা শুরু হতে কিছুটা দেরি হলেও মনোরম আবহাওয়ায় সারাদিনব্যাপী প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমিন মিশনের সহ-সম্পাদক শফিকুল ইসলাম , পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অন্যতম সদস্য আজিজুল হক মন্ডলসহ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

# তৃণমূল নেতা আব্দুল হাইয়ের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা, ম্যারাথন দৌড় ও বস্ত্র বিতরণ

**এম মেহেদী সানি ● বারাসত**

**আপনজন:** তৃণমূল সাংসদ, বিধায়করা জনসংযোগ বাড়াতে শীতকালীন মরসুমে 'এমপি কাপ', 'এমএলএ কাপ' শীর্ষক ফুটবল-ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এমনই উদ্যোগে শামিল হলেন বারাসত-২ ব্লকের দাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আব্দুল হাই। শাসনে তাঁর নিজের গ্রাম পাকদাহ, সেখানেই রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নজরুল সংঘ, যে সংস্থার সম্পাদক আব্দুল হাই। ওই পাকদাহ নজরুল সংঘের উদ্যোগে ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ পুরপ্রধান আবদুল হাই এর পৃষ্ঠপোষকতায় রবিবার ১৬ দলীয় নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা, ম্যারাথন দৌড় ও দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয় । এদিন কুয়াশা আবৃত ভোরে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা হাজির হন । উৎসবের আমেজ ছিল মাঠ জুড়ে, বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল খেলার মাঠ। খেলা দেখার সুবিধার জন্য মাঠের চারদিকে বসানো হয়েছিল এল ই ডি স্ক্রিন। দর্শকে ঠাসা মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী । এ দিন বিকেলে ফুটবল মাঠে হাজির ছিলেন চিত্রতারকা সোহম, কৌশানি থেকে শ্রাবন্তী, সায়নী, সায়ন্তিকা, বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় রহিম নবী, বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, কাজী আব্দুর রহিম দিলু, সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, সহ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, এলাকার প্রধান-উপপ্রধান ও তৃণমূল নেতৃত্বরা । সকলেই আব্দুল হাইয়ের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান । ১৬ দলীয় নক-আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়ী টিমকে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার ।রানার্স টিমকে দেওয়া হয়েছে ৮১ হাজার নগদ টাকা । এছাড়াও প্রতিটি ম্যাচের ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কারও ছিল । এছাড়াও এলাকার দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন আব্দুল হাই । সমগ্র অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আব্দুল হাই বলেন তৃণমূল কংগ্রেস করি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী তাই সর্বদা মানবিক এবং সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রাখি। আজকের অনুষ্ঠান তারই অঙ্গ। বর্তমান প্রজন্মকে শরীরচর্চায় উৎসাহিত করতে আমরা ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাধুলোর মান উন্নয়নে ক্লাবগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করেছেন । তার দেখানো পথেই এলাকার ফুটবলের মান উন্নয়নে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমরা বস্ত্র বিতরণও করেছি। আগামী দিনেও এসব কর্মকাণ্ড জারি থাকবে।

# শেওরদাহ সিনিয়ার মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার**

**আপনজন:** ছাত্রজীবনে পড়াশুনার পাশাপাশি ক্রীড়া বা শরীরচর্চার গুরুত্বও অপরিসীম। খেলাধূলাও শিক্ষারই অঙ্গ। শেওরদাহ জামিয়া কোরআনিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (সিনিয়ার মাদ্রাসা) এর ১৩ তম বার্ষিক ২০২৫ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। এরপর উড়িয়ে দেওয়া হয় বেলুন। শিক্ষার্থীরা দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করে। পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর মুখ্য উপদেষ্টা মনিরুল ইসলাম, নেতরা পঞ্চায়েত প্রধান রহমত সাঁপুই,উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষক, শিক্ষিকা প্রমুখ। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায় -শ্রেষ্ঠ শিক্ষার অর্থ কেবল তথ্য আহরণ নয়, পৃথিবীতে যা কিছু অস্তিত্বশীল তার সাথে সমন্বয়। পশ্চিম বঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর মুখ্য উপদেষ্টা ও এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মনিরুল ইসলাম বলেন শেহড়দা জামিয়া কোরানিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ১৩ তম বাৎসরিক ক্রীড়া ১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নিজস্ব মাঠে এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

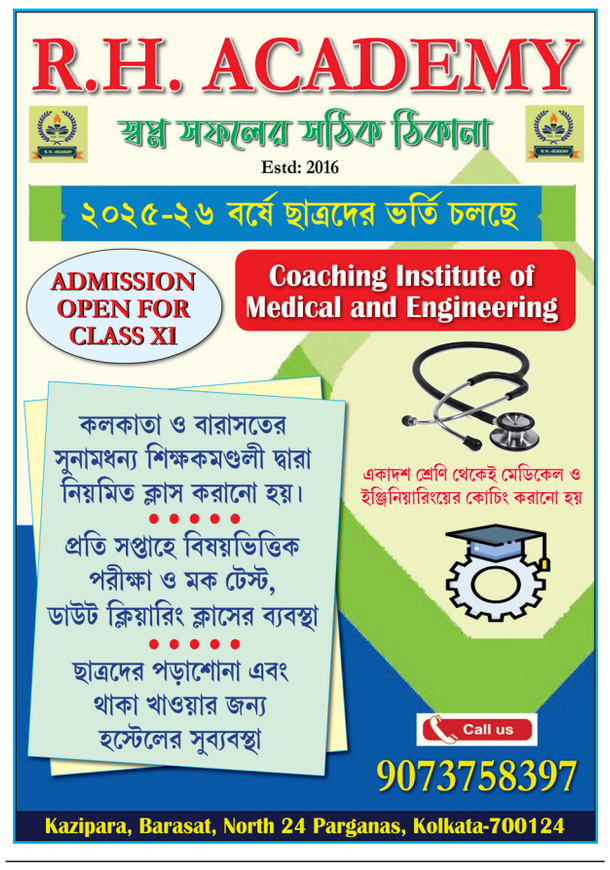

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**